চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ১৪ আষাঢ় – ২০ আষাঢ়, ১৪৩১ ঃ ২৯ জুন – ৫ জুলাই, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 35, 29 June - 5 July, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ডাক্তারি প্রবেশিকা নিট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস কেলেঙ্কারি

University Grants Commission

এমন ধাক্কা দিয়েছে এনটিএর আত্মবিশ্বাসে যে পরীক্ষা নেওয়ার ভরসাটাই হারিয়ে ফেলেছে তারা। বিতর্কের ভয়ে বন্ধ হয়ে গেল সিআইএসআর ইউজিসি নেটও।

রবিবার : অবশেষে নিট পরীক্ষা কেলেঙ্কারির দায়ে সরিয়ে দেওয়া হল

NATIONAL

ন্যাশানাল টেস্টিং এজেন্সির ডিজিকে। পরীক্ষার একদিন আগে কোনরকম ঝুঁকি এড়াতে বন্ধ করে দেওয়া হল নিট পিজিও। ক্ষতিগ্রস্থ হল ডাক্তারদের ভবিষ্যৎ।

সোমবার : তালিকা ও হিসাবে গড়মিলের অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী

আবাস যোজনার বরাদ্দ আটকে দিয়েছে কেন্দ্র। ভোটের আগে সেই বাকি টাকা রাজ্যই দিয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এবারও বাধ সাধলো সেই তালিকাই। তাই পঞ্চায়েত দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে ত্রুটিমুক্ত তালিকা তৈরির।

মঙ্গলবার : শহর ও শহরতলির পুর পরিষেবা নিয়ে নিজের দলের

নেতা ও প্রশাসনকে একসঙ্গে কাঠগড়ায় তুললেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি সকলে জনসেবার বদলে টাকা খেতে ব্যস্ত। এসব তিনি বরদাস্ত করবেন না।

বুধবার : ভোট হয়ে গিয়েছে মাস খানেক হতে চলল। তবু হিংসা না

থামায় বাংলার স্কুল কলেজ জুড়ে রয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় বাড়ানো হচ্ছে তাদের উপস্থিতি। লাটে উঠেছে পড়াশুনো।

বৃহস্পতিবার : পরপর তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে ইতিমধ্যে নেহেরুর

রেকর্ড ছুঁয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। এবার পরপর দুবার স্পিকার নির্বাচিত হয়ে বলরাম জাখরের রেকর্ড ছুঁলেন ওম বিড়লা।

শুক্রবার : বিরোধিতার জেরে প্রথম দিন পিছু হঠলেও শেষ পর্যন্ত

আদালতের নির্দেশে মাঝেরহাটে বন্দরের জমিতে থাকা অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করল বিরাট পুলিশ বাহিনী।

সবজান্তা খবরওয়ালা

দখল, দাদাগিরি, ধমক...

ইছামতী নদীর মধ্যেই অবৈধ নির্মাণ, আশ্বাস

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্য জুড়ে দখল মুক্তি অভিযানের নির্দেশের পর রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও পুরনিগম তার নির্দেশ পালনে তৎপর হয়। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর জল ধরো, জল ভরো কর্মসূচীকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিভিন্ন জায়গায় জলাশয় ভরাট করে উঠছে অবৈধ নির্মান। উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁয় ইছামতী নদীর মধ্যেই অবৈধ নির্মানের একটি ছবি সামনে এল। স্থানীয় সূত্রে খবর, বনগাঁ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় ইছামতী নদীর মধ্যে নিমাই কর নামক এক ব্যক্তি কংক্রিটের পাকা বাড়ি নির্মাণ করে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে। নিমাই করের পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, তারা আগাগোড়া ইছামতী নদীর ধারে বাস করে আসছেন, তাদের রুটিরুজি এই ইছামতী নদীকে কেন্দ্র করেই। আগে তাদের কাঁচা বাড়ি ছিল। পরবর্তীতে পাকা বাড়ি করে বসবাস করছেন। এবিষয়ে নিমাই করের ছেলে জামান, বাড়িটা গার্ড ওয়াল পরে করা হলেও আগাগোড়া এখানেই ছিল। আমাদের মূল কাজ কর্ম তো সব জলেই, একারনে বাবাই এটা করেছেন। অবৈধ নির্মানে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন নিমাই করের স্ত্রী রেখা কর। তিনি বলেন, এই নদীর উপর যে বাড়িটি নির্মান হয়েছে, তা অবৈধ। তবে নদীর উপরে এমন অনেক বাড়ি আছে বলেও তিনি জানান। আসলে এটা তো খাস। তবে এইভাবে নদীর উপরে কিভাবে কংক্রিটের বাড়ি তৈরি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এরপর পাঁচের পাতায়

রেল, পোর্ট সর্বত্র দখল আদালতই ভরসা

কুনাল মালিক

সরকারি জায়গায় দীর্ঘদিন ধরেই সর্বত্র জবর দখল চলছিল। শাসক দলের মদতে এবং প্রশাসনের একাংশের নিষ্ক্রিয়তায় বিষয়টি দিন দিন ছোঁয়াচে রোগের মতো হয়ে উঠেছিল। হঠাৎই প্রশাসনিক বৈঠকে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এ ব্যাপারে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। সরকারি আমলা মন্ত্রী থেকে শুরু করে কাউকেই বাদ দেননি তিনি। জবরদখল সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য তিনি আমলাদের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেন। এমনকি পুলিশকেও তৎপর হতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এহেন আচরণে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। শহর থেকে জেলা জুড়ে শুরু হয় তৎপরতা। সল্টলেক রাজারহাট গড়িয়াহাট থেকে শুরু করে জেলার সর্বত্র পুলিশ প্রশাসন জবরদখল হটাতে রাস্তায় নেমে পড়েন। কিন্তু উঠছে প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের এই তৎপরতা বজায় থাকবে তো? শাসকদলের হুমকিতে সব থেমে যাবে না তো। শুধু সরকারি জায়গা নয় এছাড়াও রেল এবং পোর্টের জমিতেও চলছে জবর দখল করে অবৈধ ব্যবসা। সম্প্রতি মাজেরহাট স্টেশন লাগোয়া পোর্টের জায়গায় অবৈধভাবে দখলদারীদের হঠাতে গেলে রেল পুলিশকে শাসকদলের বাধার মুখে পড়তে হয়। পোর্টের জায়গায় গজিয়ে ওঠা মাঝেরহাট বয়েজ স্কুল নামে শাসক দলের আয়ত্তে থাকা একটি স্কুল কিছুতেই ভাঙতে পারেনি পুলিশ প্রশাসন। পোর্টের হয়ে আইনজীবী সেখানে বারবার বলা সত্ত্বেও যে হাইকোর্টের নির্দেশে এই অবৈধ দখলদারি ভাঙার কথা বলা হয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

মাঝেরহাটে বন্দরের জমিতে চলছে উচ্ছেদ অভিযান। ছবি : অরুণ লোধ

প্রসূতির মৃত্যু, ধুন্ধুমার সাগর হাসপাতালে

রবীন দাস, **গঙ্গাসাগর :** রাজশ্রী প্রামাণিক দাস নামে গঙ্গাসাগরের চক ফুলডুবি এলাকার এক মহিলা প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে গত মঙ্গলবার দিন ভর্তি হয় সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে। বুধবার দিন তার ডেলিভারি হয়। হওয়ার পর থেকে সুস্থই ছিল সন্তান এবং মা। হঠাৎ করেই বৃহস্পতিবার দিন সকাল বেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয় মৃত্যু হয়েছে ওই প্রসূতির। আর এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিবারের লোকজন বিক্ষোভ দেখাতে থাকে হাসপাতালে সামনে। তাদের দাবি, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে মৃত্যু হয়েছে ওই প্রসূতির। তারা সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেনি।

এই বিষয়ে ওই প্রসূতির দাদা তাপস প্রামাণিক জানান, বোনের মৃত্যুর কারণ সাগর গ্রামের হাসপাতালে কর্মরত নার্সরা। তিনি আরো বলেন, বোনের মৃত্যুর এক মিনিট আগে কর্মরত ডাক্তারবাবু একটি ইনজেকশন দেওয়া মাত্রই এক মিনিটের মধ্যে তার বোনের মৃত্যু হয়। এরপর পাঁচের পাতায়

দিনে দুপুরে দুঃসাহসিক ডাকাতি

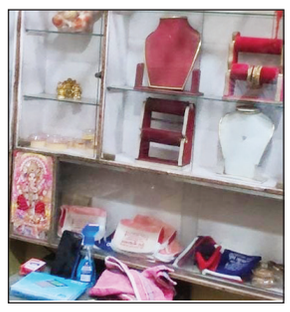

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : ২৮ জুন শুক্রবার দুপুর ১২–১৫ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ থানার মিঠাপুকুর এলাকায় সূর্য জুয়েলার্স নামে একটি সোনার দোকানে ফিল্মি কায়দায় দিনে দুপুরে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটলো। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে জুম্মা বার থাকায় ঐদিন এলাকা ফাঁকা ছিল। একটি বাইকে করে তিনজন দুষ্কৃতি হানা দেয় সোনার দোকানে। তারা সোনার গহনা দেখার অছিলায় দোকানের কর্মচারীদের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে পাঁচ ভরি সোনা এবং ৬০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। ওই তিন দুষ্কৃতির মাথায় হেলমেট ছিল এবং মুখ কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। দোকানের মালিক কর্মীরা চিৎকার করলেও এলাকায় লোকজন না থাকায় দুষ্কৃতীরা সহজেই চম্পট দেয়। ঘটনার পরই বজবজ থানার পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে এলাকার সিসিটিভির ফুটেজগুলো পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেন। ডাকাতির ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। এর আগেও এই এলাকায় রাতের বেলায় একটি সোনার দোকানে চুরি হয়েছিল। তবে যেভাবে দিনে দুপুরে ডাকাতি হল তা দেখে অনেকেই হতভম্ব এবং আতঙ্কিত। দোকানের মালিক অর্জুন জানা বজবজ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই লেখা পর্যন্ত দুষ্কৃতীরা অধরাই থেকে গেছে।

জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার ২

বাংলায় নতুন করে জঙ্গি নেটওয়ার্কের ছক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর, বাংলায় নতুন করে আবার এক জঙ্গি মডিউলের সন্ধান পেল গোয়েন্দারা। সম্প্রতি পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার পানাগড় থেকে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্স এর এসটিএফের হাতে মোঃ হাবিবুর নামে এক জঙ্গি গ্রেপ্তার হবার পর উঠে আসছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। গোয়েন্দাদের দাবি, হাবিবুলকে জেরা করে তারা জানতে পেরেছে সে আদতে বাংলাদেশের নয়া জঙ্গিগোষ্ঠী শাহাদাতের এপারের মাস্টারমাইন্ড। দুই বাংলা জুড়ে ইসলামিক খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শাহাদাত নামে নয়া জঙ্গি মডিউলের আড়ালে সক্রিয় হচ্ছে বাংলাদেশের নিষিদ্ধ আনসার আল ইসলামের জঙ্গিরা। এই জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা আফগানিস্তানের তালিবানের উত্থানে উদ্বুদ্ধ এবং আল–কায়েদার আদর্শে বিশ্বাসী। এদের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গে ইসলামিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। জানা গিয়েছে, এই সংগঠনের অধিকাংশই মাদ্রাসা ছাত্র ও শিক্ষক। সাধারণ লেখাপড়া জানা উগ্র মনোভাবাপন্ন ছেলেমেয়েদের আকৃষ্ট করে জঙ্গি কার্যকলাপের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এজন্য তারা সংগঠনের সদস্যদের গোপনে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেয় বলেও জানা গিয়েছে। দুর্গাপুরের কাঁকসার ঘটনার পর আবার নতুন করে হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে সম্প্রতি ২৭ বছরের হারেজ শেখ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্স। কাঁকসায় গ্রেপ্তার হওয়া হাবিবুল নামে এক জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হারেজের কথা জানতে পারেন তদন্তকারীরা। জানা যায় নদীয়ার নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত মায়াপুরের মোল্লাপাড়ার বাসিন্দা হারেজ। বেশ কিছুদিন ধরেই জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। গোয়েন্দা সূত্রের খবর বাংলাদেশের নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের একটি মডিউল বহুদিন ধরেই বাংলাদেশ পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয়। শাহাদাত নামে ঐ জঙ্গি মডিউলের অন্যতম প্রধান হিসেবে কাজ করতো হাবিবুল্লা। এরপর পাঁচের পাতায়

ম্যানগ্রোভ কেটে জায়গা দখল অভিযোগ শাসক দলের বিরুদ্ধে

অরিজিৎ মণ্ডল, পাথর প্রতিমা : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেও বেমালুম চলছে নদীর চরের ম্যানগ্রোভ কেটে ফিসারী তৈরি করার অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে।

ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের পূর্ণচন্দ্রপুর শ্রীনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারানগর এলাকায়। বিক্ষোভকারীরা জানায়, কালনাগিনি নদীর একটি শ্রুতি খাল তারানগর এলাকা দিয়ে বয়ে গেছে, দু'ধারে নদীর চরে প্রাকৃতিক আপন নিয়মে জন্মানো এবং সরকারি প্রকল্পে ম্যানগ্রোভ লাগানোর ফলে ঘন জঙ্গলে সবুজায়নে ভরে উঠেছে। যেখানে এখনো পর্যন্ত জোয়ার ভাটা খেলে। হঠাৎ লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর রাতের অন্ধকারে বড় বড় ম্যানগ্রোভ কেটে ফেলে ফিশারি করার জন্য মাটির বাঁধ তৈরি করা শুরু হয়। এলাকার মানুষজন বাধা দিলে তাদের উপরে নানা রকম হুমকির অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বেশ কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে এলাকার মানুষজন ঢোলাহাট থানায় খবর দিলে প্রশাসন এসে মাটি কাটা বন্ধ করে বলে জানা যায়।

এলাকাবাসী এস ডি ও, ভিডিও, বনদপ্তর এবং বি এল আর ও কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

তাছাড়াও অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে নানা রকম হুমকি আসার কারণে তারানগর কালনাগিনী নদীর চরে দাঁড়িয়ে শতাধিক গ্রামবাসী বিক্ষোভ দেখান। এই বিষয়ে অভিযুক্তরা জানান এই জায়গা তাদের কেনা। অন্যদিকে পঞ্চায়েত সদস্য বলেন তিনি ঘটনাটি শুনেছেন তবে প্রকৃত কার জায়গা তার জানা নেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এই অভিযোগের কথা স্বীকার করে নেন। বিরোধীদের পক্ষ থেকে এই ঘটনা তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে ম্যানগ্রোভ ভর্তি নদীর চর কিভাবে মালিকের কাছ থেকে কিনে রেকর্ড করা যায়।

গঙ্গাসাগর সেতু শুরু হল সমীক্ষার কাজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : সুন্দরবন তথা সাগরবাসীদের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে এবার। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়তে চলেছে গঙ্গাসাগর। বিদ্যুতের টাওয়ারের পাশ দিয়েই মুড়িগঙ্গার সেতু তৈরি হতে চলেছে। এবারের রাজ্য সরকারের বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, মুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু রাজ্য সরকারই তৈরি করবে। আর ভোট মিটতেই সেই সেতু নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল প্রশাসন। কবে থেকে এবং কীভাবে এই সেতু তৈরি হবে, নদীর উপর কোন অংশ দিয়ে সেটি যাবে এসব নিয়ে কিছু পরিকল্পনাও হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে এই সেতুর প্রাথমিক একটি নকশা তৈরি করেছেন ইঞ্জিনিয়াররা। এরপর পাঁচের পাতায়

বেহালা সহ সংযুক্ত এলাকার খাজনা মকুব বিশ বাঁও জলে

বরুণ মণ্ডল

বেহালা জোকাসহ কলকাতা পৌরসংস্থার সংযুক্ত এলাকা ১০১–১৪৪ ওয়ার্ডের তামাম সংযুক্ত ওয়ার্ডবাসীদের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ আগামীদিনেও জারি রইলো। কলকাতা পৌরসংস্থার ২০২২ সালের ২৩ জুলাইয়ের এক মাসিক অধিবেশনে কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্গত ১০০–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের জন্য প্রযুক্ত বি এল অ্যান্ড এল আর ও –র এক বড়ো অঙ্কের অনলাইনে জমা করতে হওয়া খাজনা মকুবের ব্যাপারটা রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে বিবেচনার জন্য রয়েছে এবং ক্যাবিনেটের মিটিং হয়ে হয়তো খুব শীঘ্রই 'ইমপ্লিমেন্ট হবে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন বলে প্রস্তাবটি ২১ জুনের মাসিক অধিবেশনে তোলেন বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়। রূপক গঙ্গোপাধ্যায় আরও বলেন, আমার ওয়ার্ডে জনসংযোগের সময় ওয়ার্ডবাসী স্থায়ী মানুষজন যাদের নিজস্ব ঘরবাড়ি আছে তাঁরা বারে বারে বিপুল অঙ্কের খাজনার বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইছে। একটা বাসিন্দাকে কলকাতা পৌরসংস্থা পৌর পরিষেবা সংক্রান্ত একটা কর(ট্যাক্স) এবং রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের বড়ো অঙ্কের খাজনা বর্ষভিত্তিক দিতে হবে। একটা অদ্ভুত বৈষম্য দূর করে কলকাতা পৌরসংস্থার সংযোজিত এলাকাবাসীর মানুষজনকে 'ডাবল ট্যাক্স' প্রদান করা থেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, কলকাতা পৌরসংস্থার সংযোজিত এলাকা থেকে শুধুমাত্র কলকাতা পৌরসংস্থার পরিষেবা সংক্রান্ত পৌরকর নেওয়া হোক। আর অবিলম্বে ভূমি সংস্কার দফতর খাজনা নেওয়া বন্ধ হোক। মহানাগরিক ওই সভাতে জানিয়েছেন, 'এটা নিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভায় আলোচনা জারি রয়েছে। এটা অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয়। এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলার শিক্ষায় মহামারীর দাপট

শিক্ষার হাল / ৪

শিক্ষায় ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। সামাজিক সংস্কারে এই ভূমিখণ্ডে শিক্ষার বর্তমান হাল কী। তা বিশ্লেষণ করেছেন এস.এম.নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক **ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল**

সভাপতি মহোদয় অবশ্য কারণ হিসাবে বিগত ২ বছরের কোভিড–১৯ এর মহামারিকেই এর জন্য দায়ী করেছিলেন। কারণ সেসময়ে 'ছাত্র–ছাত্রীদের অনেকেই অনলাইনে পড়াশুনা করতে পারেনি।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ২০২৪ সালে রাজ্যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯,২৩,০৪৫ জন। মজার ঘটনা হল ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর ২০১২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০,০৪,৫৩৩জন। ক্রমশ তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে হয় ১১,৪৪,০৯৭ জন। পুনরায় ২০১৭ সালে তা কমে হয় ১০,৭২,০০০ জন। এমনকী করোনা মহামারিকালেও এ রাজ্যে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০.১৫ লক্ষের কাছাকাছি। যেখানে প্রতিবছর দেশে ২.৫ কোটি শিশু জন্মগ্রহণ করছে সেখানে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বছরে বছরে কমে যাওয়ার সরল ব্যাখ্যা শিক্ষা দপ্তরের আধকারিকগণ যা–ই দিন না কেন বিষয়টিকে এত হাল্কাভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। আরো একটু গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ২০১৮–১৯ সালে সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাথমিকস্তরে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৬৫,৪৮০,৩৮ জন শিশু ভর্তি হয় এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল ১৬,৫৬১ জন শিশু। এখন প্রশ্ন হল এই ৬৫.৬৪ লক্ষ শিশু যারা প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ২০১৮–১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হল তাদের পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করলে গড়ে শ্রেণি প্রতি ১৩.১২ লক্ষ জন শিশু হবে। এইসব শিশুর ২০২৩–২৪ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা। তাহলে দেখা যাচ্ছে ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রায় (৬,৯৮,৬২৮–১৩,১২৯১৯) ছয় লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ের আঙিনা ত্যাগ করেছিল। আর ২০২৪ সালে সংখ্যাটা কমলেও তা ছিল প্রায় (১৩,১২,৯১৯–৯,২৩,০৪৫) ৩.৮৯ লক্ষ শিশু যারা বিগত ৫ বছরে বিদ্যালয় থেকে মিসিং।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়স্তরে চলমান বিভিন্ন প্রকল্প

এই যে বিপুল সংখ্যক শিশু পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েও মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবার সময় হারিয়ে যাচ্ছে সেই সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাবার লক্ষ্যে ও শিশুদের বিদ্যালয়মুখী হয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাবার জন্য উৎসাহিত করতে অন্যান্য বিভিন্ন রাজ্যের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারও (ক্রমশ)

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে
পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

যাত্রাশিল্পে নবীন প্রতিভার খোঁজে কর্মশালা

নবীন প্রতিভার খোঁজে ১৫ দিনের আবাসিক কর্মশালা পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, ৭৬/১, বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৩ এই ঠিকানায় আয়োজন করা হবে। ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সের পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক সকলে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী ও সাম্প্রতিক সময়ের এক কপি পোস্টকার্ড সাইজের ফটোসহ সাদা কাগজে আবেদন করতে পারেন।

(১) নাম (বাংলা ও ইংরেজি হরফে) ঃ
(২) পিতা/মাতার নাম ঃ
(৩) স্থায়ী ঠিকানা (জেলা, মহকুমা, থানাসহ) ঃ
(৪) যোগাযোগের ঠিকানা (জেলা, মহকুমা, থানাসহ) ঃ
(৫) মোবাইল নং ঃ
(৬) জন্ম-তারিখ ও বয়স (১ জুলাই ২০২৪) ঃ
(৭) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
(৮) পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি আয়োজিত কোনো কর্মশালায় অংশগ্রহণ করলে তার বিবরণ ঃ
(৯) আবেদনকারীর হলফনামা ঃ উপরের উল্লিখিত তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য
(১০) আবেদনকারীর স্বাক্ষর ঃ

আবেদনপত্রটি ভারপ্রাপ্ত সচিব, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, ৭৬/১, বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৩ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। **আবেদনপত্র দপ্তরে জমা দেওয়ার বা পৌঁছানোর শেষ তারিখ ঃ ১০.০৭.২০২৪।** আবেদনপত্রগুলি জমা পড়ার পর **অডিশনের মাধ্যমে চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে। নিজ খরচে অডিশনে উপস্থিত হতে হবে। বয়সের প্রমাণ হিসাবে যে-কোনো সরকারি পরিচয়পত্রের প্রত্যয়িত নকল-সহ আবেদনপত্র পেশ করতে হবে। কেবলমাত্র কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।** কর্মশালা চলাকালীন কর্মশালা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী মানতে হবে। কর্মশালার সময়কাল ঃ ১৫.০৭.২০২৪ থেকে ২৯.০৭.২০২৪ পর্যন্ত। কর্মশালা-সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির থাকবে। প্রয়োজনে কর্মশালা-সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয়ে এই ফোন নম্বরে ০৩৩-২৫৩০-৪৫৬২ যোগাযোগ করতে পারেন।

নেইল পেইন্টিংয়ে একাধিক রেকর্ড বুকে নাম অজয় কুমার সরকারের

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: নেইল পেইন্টিং! নেইল পেইন্টিং করে লিমকা বুক রেকর্ড সহ একাধিক রেকর্ড রয়েছে অজয় কুমার সরকারের ঝুলিতে। নেইল পেইন্টিং এর মাধ্যমে তিনি দুর্দান্ত ছবি আঁকতে পারেন। সত্যি এরকম বিরল প্রতিভা পাওয়া দুষ্কর। এদিন বিকালে তিনি শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ার একটি আর্ট স্কুলে আসেন ওয়ার্কশপ উপলক্ষে। তিনি জানান ছোট থেকেই তিনি আঁকতে ভালোবাসতেন। আঁকার প্রতি তার এতটাই ভালোবাসা যে মাধ্যমিকের পর তিনি পড়াশোনা ছেড়ে দেন। মননিবেশ করেন অংকনের মধ্যে। এইজন্য তাকে অনেক কথা অবশ্য শুনতে হয়েছে, প্রচুর পরিশ্রম করেছেন জীবনে। ওষুধের দোকানে চাকরি করেছেন। তবে শত বাধা–বিপত্তি সত্বেও আঁকার প্রতি তার ভালোবাসা একবিন্দুও কমেনি। ২০০৩ সাল থেকে তিনি নেইল পেন্টিং শুরু করেন, লিমকা বুক অফ রেকর্ড সহ একাধিক রেকর্ড বুকে নাম রয়েছে তার। কোনরকম প্রতিবন্ধকতা কিংবা প্রতিকূলতা তাকে আটকাতে পারেনি। নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির রেখেই সংগ্রাম করেছেন।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙল

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি: অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে শিলিগুরি পুরনিগম,এদিন ও সেই একই চিত্র দেখা গেল শিলিগুড়িতে শিলিগুড়ি ৩৫ নং ওয়ার্ডের ভক্তিনগর এলাকায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গারকাজ শুরু করে পুরনিগম। সূত্রের খবর মিলেছে, প্রমোটিং সাইটে এই বিল্ডিংয়ের অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। ব্যালকনি, বাথরুম অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়, কয়েকবার নোটিশ দেওয়ার পরেও তাতে কর্নপাত করেনি তারা,তাই মঙ্গলবার সকালে পুরনিগমের পক্ষ থেকে সেই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়।

ব্যাপক বৃষ্টিপাতে সিকিম–কালিম্পং যাতায়াত বিঘ্নিত

সজল দাশগুপ্ত, সিকিম : উত্তরবঙ্গের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। লাগাতার বৃষ্টিপাতের কারণে আবারো ধসের কবলে দার্জিলিং এর লিকোভিড সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকা। ধস নামার জন্য, বন্ধ হয়ে গেল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এই সড়ক পথে শিলিগুড়ি থেকে যাওয়া যায় সিকিম কালিম্পং। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে, শিলিগুড়ি থেকে সিকিম কালিম্পং যাওয়ার রাস্তা প্রায় বিচ্ছিন্ন। প্রসঙ্গত কিছুদিন আগে সিকিমে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের জন্য পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে পড়েছিল, সেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে ওঠার পূর্বে, আবারো পাহাড়ে

ব্যাপক বৃষ্টিপাত। একনাগাড়ে বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে দশ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে। সেই কারণে যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত। সিকিম কিংবা কালিম্পং যেতে হলে, ঘুর পথে যেতে হচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন পর্যটকরা, ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে আবারো তিস্তায় জল বেড়েছে।

ছবি : জয়ন্ত চক্রবর্তী

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৯ জুন – ৫ জুলাই, ২০২৪

মেষ রাশি : অযাচিত মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ক্রোধ সম্বরণ করার চেষ্টা করুন নতুবা বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধু কর্তৃক উপকৃত হতে পারেন। বিবাহে বাধা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ হলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রতিকূলতা সৃষ্টি হলেও অগ্রগতির সম্ভাবনা। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। অর্থের অপব্যয়।

প্রতিকার : হনুমানজীকে নানা ফুল দিয়ে পুজো করুন।

বৃষ রাশি: শেয়ারে বা ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অমনোযোগীতা বৃদ্ধি। অন্যমনস্কতার দরুণ কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। উচ্চশিক্ষার ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। আর্থিক উপার্জন হলেও ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ঈশ্বরের আরাধনায় সাদা ফুল অর্পণ করুন।

মিথুন রাশি: পারিবারিক উপার্জনে বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি। সন্তানের গবেষণায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্য না হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সবুজ শাকসবজি ভক্ষণ করা প্রয়োজন।

কর্কট রাশি: বিনোদন জগৎ তথা অভিনয় নৃত্য–গীত প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত উপাজনের সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। বন্ধ–কতৃক প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। হৃদজনিত রোগের বৃদ্ধি। আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। বিবাহের কথাবার্তা হয়ে ভেঙে যেতে পারে। অন্য মনস্কতার দরুণ অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : দুগ্ধ সেবন করা প্রয়োজন।

সিংহ রাশি: সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। ভাই–বোনের জন্য আর্থিক ব্যয়। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। বহুজাতিক সংস্থার কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ আসতে পারে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে যোগাযোগের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন সূর্যদেবকে প্রণাম করুন।

কন্যা রাশি : সৃষ্টিশীল কর্মে অগ্রগতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য হলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগের সাফল্য। প্রশাসনিক স্তরে কর্মরত ব্যক্তিদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমের তুলনায় সাফল্যে বিলম্ব। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।

প্রতিকার : বুধের মন্ত্র পাঠ করা প্রয়োজন।

তুলা রাশি: ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য। ভাগ্যন্নোতির সম্ভাবনা। ধর্মীয় স্থানে ভ্রমণের সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। পরিশ্রম সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে অসম্মানিত হতে পারেন। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। বিকল্প পথে কর্মের সন্ধান প্রয়োজন। পারিবারিক সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্থ হওয়ার সম্ভাবনা। শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধি

বৃশ্চিক রাশি : সাংসারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অবহেলার জন্যে উদ্বেগ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের অসহযোগীতা দরুণ দক্ষতা সত্বেও প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। বিষয়আশয় নিয়ে সম্যসার সমাধানের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : হনুমান চল্লিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : ভাই বিনের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি। জমি–জমা ক্রয়–বিক্রয়ে নথিপত্র যাচাই করার প্রয়োজন। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরীক্ষায় আশানুরুপ সাফল্য লাভ হতে পারে। সম্পতি নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ বৃদ্ধি। আর্থিক ব্যায় বৃদ্ধি সম্ভাবনা।

প্রতিকার : হলুদ মিষ্টান্ন দিয়ে পুজো করুন।

মকর রাশি: সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে ঝামেলা চরম পর্যায়ে যেতে পারে। সাংসারিক সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্থ হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে মানসিক শান্তি। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে বাধা। সন্তানের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিদেবের আরাধনা করুন।

কুম্ভ রাশি: শারীরিক পীড়ায় শয্যাশায়ী হতে পারেন। স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি। সঞ্চিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য নাও হতে পারে। পারিবারিক কারণে ব্যয় বৃদ্ধি। মাতৃকূল থেকে উপহার পেতে পারেন। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। পারিবারিক ব্যবসায় সফল্যে বাধা।

প্রতিকার : নীল বস্ত্র পরিধান করুন।

মীন রাশি: অন্যমনস্কতার দরুন যে কোনও কাজে বিপত্তি ঘটতে পারে। ব্যবসায় অর্জিত অর্থ সন্তান দ্বারা অর্থের অধিক ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে মানসম্মানহানীর সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দূরে যেতে হতে পারে। সমাজকল্যাণমূলক কর্মে অগ্রগতি। ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্যে বিলম্ব। সন্তানের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য। ধর্মীয় কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন শাস্ত্র, জ্যোতিষ, বেদ, উপনিষদ গঠনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ হলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সাদা মিষ্টি দিয়ে পুজো করুন।

কাজের খবর

কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারে ১৭,৭২৭ চাকরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়া দিল্লি: কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে বোর্ড, পররাষ্ট্র মন্ত্রক, আর্মড ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার্স, সি.এস.এস. ইত্যাদি অফিসের অডিটর, জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অন্যান্য সংস্থার অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সাইজ / প্রিভেন্টিভ অফিসার / এক্সামিনার), ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর, সি.বি.আই. এর সাব–ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট এনফোর্সমেন্ট অফিসার, জুনিয়র স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার ইত্যাদি পদে ১৭,৭২৭ শূন্যপদের জন্য ২০২৪ সালের কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা অডিটর, জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, অন্যান্য সংস্থার অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর (সেন্ট্রালএক্সাইজ/ প্রিভেন্টিভ অফিসার / এক্সামিনার), ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর সি.বি. আই. এর সাব–ইন্সপেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার/ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট এনফোর্সমেন্ট অফিসার পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার পদের বেলায় কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার/অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার পদের বেলায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কোম্পানি সেক্রেটারি কোর্স পাশ কিংবা কমার্সের মাস্টার ডিগ্রি, বিজনেস স্টাডিজের মাস্টার ডিগ্রি, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ফিনান্স), বিজনেস ইকনমিক্সের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। স্ট্যাটিস্টিক্স অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা জুনিয়র স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসার পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। উচ্চমাধ্যমিকে অঙ্ক বিষয়ে অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে পাশের পর যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের যোগ্য। স্ট্যাটিস্টিক্স অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনভেস্টিগেটর গ্রেড–।। পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট (ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন) পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। গবেষণার কাজে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ৪৭,৬০০–১,৫১,১০০ টাকা। চাকরি হবে ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট আন্ডার ক্যাগ–এ, বি শ্রেণিতে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার। বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৪,৯০০–১,৪২৪০০ টাকা। চাকরি হবে সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসে, বি শ্রেণিতে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৪,৯০০–১,৪২৪০০ টাকা। চাকরি হবে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে, বি শ্রেণিতে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার। বয়স হতে হবে ২০ থেকে বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৪,৯০০–১,৪২৪০০ টাকা। চাকরি হবে মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েতে, বি শ্রেণিতে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার। বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ৪৪,৯০০–১,৪২৪০০ টাকা। চাকরি হবে মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সে, বি শ্রেণিতে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার। বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ৪৪,৯০০–১,৪২৪০০ টাকা। চাকরি হবে এ.এফ.এইচ.কিউ, বি শ্রেণিতে। অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ৪৪,৯০০–১,৪২৪০০ টাকা। চাকরি হবে আদার মিনিস্ট্রিজ /ডিপার্টমেন্টস/অর্গানাইজেশনে, বি শ্রেণিতে। ইন্সপেক্টর অফ ইনকাম ট্যাক্স। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৪,৯০০–১,৪২৪০০ টাকা। চাকরি হবে সি.বি.ডি.টি, সি শ্রেণিতে। ইন্সপেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সাইজ)। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ৪৪,৯০০–১,৪২৪০০ টাকা। চাকরি হবে সি.বি.আই.সি. তে, বি শ্রেণিতে। ন্সপেক্টর (প্রিডেন্টিড অফিসার)। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ১০০–১,৪২৪০০ টাকা। চাকরি হবে সি.বি.আই.সি. তে, বি শ্রেণিতে। ইন্সপেক্টর (এক্সামিনার)। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ৪৪,৯০০–১,৪২৪০০ টাকা। চাকরি হবে সি.বি.আই.সি.তে, বি শ্রেণিতে। অ্যাসিস্ট্যান্ট এনফোর্সমেন্ট অফিসার। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ৪৪,১০০–১,৪২৪০০ টাকা। চাকরি হবে ডিপার্টমেন্ট অফ পোস্টে, বি শ্রেণিতে। ইন্সপেক্টর। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে।

যোগদিবস উপলক্ষে যোগের ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা

ডা. প্রাণকৃষ্ণ প্রামানিক : অনুভূতি–শিহরণ, প্রসেদ, কম্পন, আলোকদর্শন ইত্যাদি। চক্রের পদ্মের সংখ্যা ও অধিষ্ঠাত্রি দেবদেবীর বিশ্লেষণ মেরুদণ্ড বা সুস্মানার মধ্যে নাড়ী আছে ৬ টি বা ৭টি। এদের কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ যে চক্রের কল্পনা করা হয় তাকেই ষটচক্র বা সপ্তক বলা হয়। এই চক্রগুলিকে ইংরাজিতে বলা হয় নার্ভাস প্লেস্কাস। প্রথম চক্র মূলধার চক্রাগুহ্য ও লিঙ্গ মূলের মধ্যবর্তী স্থান। এই চক্রে তিনটি দল বা পাপড়ি, ইহাকে ত্রিদল পদ্ম বলে। এই চক্রের দেবতা ব্রহ্মা। চক্রের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম ডাকিনি। এই শক্তি মানব দেহের সার পর্দাথের ধাতু শক্তি। পঞ্চত্তের ক্ষিতি বা মাটি তত্ব। দুই নম্বর চক্র স্বাধিমান চক্র লিঙ্গমূলে অবস্থিত। এতে ৭ টি দল আছে। ইহা কে সপ্তদল পদ্ম বলে। এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু। ইহা জল বা অপতত্ত্ব। মনিপুর চক্র নাভিমূলে অবস্থিত, এতে দশটি দল আছে। ইহাকে দশদল পদ্ম বলে। এই চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র। শক্তি লাকিনী। ইহা পঞ্চতন্ত্রের তজতত্ব। তজতত্বের অবস্থান অভিমূলে। ইহা মহাভারতের অর্জুন তত্ত্ব। ইহার রং লাল। অনাহত চক্র– হৃদয়ে অবস্থিত দল এ সংখ্যা ১২ একে দ্বাদশদল পদ্ম বলে। এটি জীব আত্মার আশ্রয়স্থল। এই চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং শিব। শক্তি হচ্ছে কাকিনী। ইহা পঞ্চতত্ত্বে মরুতত্ব। মহাভারতের ভীম ইহার রঙ সবুজ। বিশুদ্ধ চক্র কন্ঠমূলে অবস্থিত। দল সংখ্যা ১৬। ইহাকে ষোড়শ দল পদ্ম বলে। এই চক্রের দেবতা অর্ধনারীশ্বর শিব এবং শক্তি শাকিনী। ইহার রং নীল। আঙ্গচক্র এর অবস্থিতি ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী স্থানে। দল সংখ্যা ২। একে দ্বিদল পদ্ম বলে। এর দেবতা শিব এবং। সিদ্ধিকালী, শক্তি হাকিনী, রং সাদা। সহজসার চক্র–আজ্ঞাচক্রের উপরে সহজসারের অবস্থান। ইহা পঞ্চতত্ত্বের ব্যম অর্থাৎ শূন্য ব্যমের অবস্থিতি। এই স্থান মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের। ইহার রঙ নীল। এবার আসা যাক যোগ কীভাবে রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় সেই কথায়। যোগ রোগের চিকিৎসা করে না রুগির চিকিৎসা করে। যার ফলে কোনো এক বিশেষ রোগে বিশেষ কোন যোগাসন প্রয়োগ হয় না। মানুষের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক, সামাজিক এমনকী আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যোগ করা হয়। এক এক তন্ত্র বা সিস্টেম অনুযায়ী অর্থাৎ যে তন্ত্রের অসুবিধা বা একাধিক তন্ত্রের অসুবিধায় এক সঙ্গে কয়েকটি আসন, মুদ্রা বা ফর্ম, প্রাণায়াম করে সেই তন্ত্র বা তন্ত্রগুলির উন্নতি বা নিরাময় করা হয়। **(ক্রমশ)**

যোগ কিওর সেন্টারের বিশ্ব যোগা দিবস উদযাপন

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : গত ২৯ মে ২০২৪, দশম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস সাড়ম্বরে পালিত হল যোগ কিওর সেন্টারের উদ্যোগে বজবজের ওরিয়েন্ট মোড়ে যুবশক্তি ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরী মঞ্চে। প্রায় ৩৫ বছরের এই সংস্থাটি যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে এলাকায় যোগ–ব্যায়ামের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত রয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ পুরসভার পৌরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত, জিমস হসপিটালের চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্তা, জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের সাধারণ সম্পাদক অনিল নস্কর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উক্ত অনুষ্ঠানে সেন্টারের ছাত্রছাত্রীরা যোগব্যায়ামের বিভিন্ন কলাকৌশল প্রদর্শন করে। ওইদিন সকালে ভারত পেট্রোলিয়ামের বজবজের দুটি প্ল্যান্টে যোগ কিওর সেন্টারের প্রশিক্ষকদের তত্বাবধানে কর্মীদের মধ্যে যোগাসনের ব্যবস্থা করা হয়, যা বিগত ৩ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যোগ কিওর সেন্টারের উদ্যোগে এই বছরের গত ফেব্রুয়ারি মাসে সারা বাংলা যোগাসন প্রতিযোগিতায় প্রায় ৪২০ জন অংশগ্রহণ করেছিল। সেন্টারের সম্পাদক তথা প্রশিক্ষক গৌতম খাঁড়া বলেন, বিশ্ব যোগা দিবসে একটি ক্ষুদ্র সংগঠন হিসাবে অংশগ্রহণ করে জনসাধকরণকে যোগ–ব্যায়ামের গুরুত্ব ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দেওয়াই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য।

ধূমপান সমাজের এক মারণব্যাধি আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবসে পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং : বুধবার আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে বারুইপুর পুলিশ জেলার অধীনস্থ ক্যানিং থানার আয়োজনে এক. পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হল। এদিন বিভিন্ন ফেস্টুন,কার্টুন হাতে পদযাত্রা শুরু হয় ক্যানিং থানা সংলগ্ন এলাকা থেকে। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রামকুমার মণ্ডল, থানার আধিকারিক সৌগত ঘোষ সহ সিভিক ভলেন্টিয়ার,ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্কাউটের সদস্য সহ অন্যান্যরা।মাদক সম্পর্কে সচেতনতার বাণী প্রচার করে সমগ্র ক্যানিং শহর পরিক্রমা করেন।এছাড়াও রাজ্য তথা দেশ জুড়ে পালিত হয় মাদক বিরোধী দিবস।

উল্লেখ্য, প্রতিনিয়ত বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়ায় জর্জরিত শিশু থেকে বৃদ্ধ। প্রতিনিয়ত মাদক সেবনে মৃত্যুমুখী হচ্ছে সাধারণ মানুষ। মাদকের নেশায় বিকশিত হওয়ার আগেই অকালে ঝরে পড়ছে কতশত প্রাণ।অকালে যাতে করে সাধারণ মানুষের প্রাণ সংশয় না হয় সেই আবেদন করে মদ গাজা বিড়ি, সিগারেট সহ নানান ধরনের মাদকজাত দ্রব্য থেকে দূরে থাকার আবেদন করা হয় ক্যানিং থানার পক্ষ থেকে।

২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস। প্রাণীদের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ও বুদ্ধিমান এবং সচেতন জীব হল মানুষ।এই মানব জাতিই সমাজের সবথেকে সচেতন ও সহনশীল নাগরিক। এত কিছুর পর ও মানুষকে গ্রাস করে ফেলেছে একটা বিশাল আকৃতির সমস্যা। তা হল নেশাজাত দ্রব্য এবং নেশা। সাধারণ মানুষ নেশার প্রতি যেমন আসক্তি বাড়ায়,তেমনই যেন সবসময় একটু দুর্বলতম। এই মানব সমাজ যত রকমের নেশার প্রতি আগ্রহ দেখায় তার মধ্যে অন্যতম ধূমপান। এই মানব সমাজ জেনে বুঝেও এই নেশার প্রতি আগ্রহ খুব খুবই বেশি।

সবদিক জেনে বুঝেও এই ধূমপানের প্রতি মানব জাতির এক দুর্লভ প্রেম। বিড়ি,সিগারেট,চুরুট অন্যতম।ধূমপান সাধারণত দুই প্রকারের। যারা ধূমপান করেন এবং যারা ধূমপায়ীদের কাছাকাছি থাকেন, উভয়ই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। সুস্থভাবে জীবনে বাঁচতে গেলে প্রকৃতির মনোরম বাতাস,না সিগারেটের ধোঁয়া? এটা অবশ্য সভ্য মনুষ্য সমাজের কাছে বিচার্য্য।

ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক এই ছোট্ট বাক্যটি প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান। তাই নিকোটিন আমাদের সুস্থ শরীরে যেভাবে দিনের পর দিন জমছে তা সত্যিই উদ্বেগজনক!

কৈশোর থেকে বৃদ্ধ সব স্তরের মানুষজন এই মহামারী ধূমপানে আসক্ত। সকালে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার আগেই মানুষের হাতে জ্বলতে থাকে সিগারেট, কিংবা বিড়ি! তারপর বাজার, বাসে, ট্রামে, ট্রেনে, অটোতে তো আকচার সিগারেট বিড়ি হাতে মনুষ্য সমাজের শিক্ষিত সমাজ সচেতন মানুষের দেখা মেলে অহরহ। সিগারেটের প্যাকেটে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে তামাকজাত দ্রব্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। তা স্বত্বেও উজ্জ্বল উদ্বেলিত হাসি মুখে চড়াদামে তা কিনে স্বযত্নে পকেট বন্দি করছেন। আর উঠতি যুব সমাজ তাদের বাবা–মায়ের কাছ থেকে নানান ফন্দিফিকির করে টাকা পয়সা নিয়ে স্কুল কলেজ সহ সর্বত্র নেশায় বুঁদ!বর্তমান সমাজে এ এক কঠিন মারাত্মক ব্যধি!

আবার ডাক্তার নিষেধ করেন ধূমপান ক্ষতিকারক। অথচ সেই ডাক্তারবাবুই অনেক সময় জ্বলন্ত সিগারেট হাতে রোগীর প্রেসস্ক্রিপশন লিখতে ব্যস্ত!এ এক অচেনা অজানা বিচিত্রময় সমাজ,যেন এক নাট্যমঞ্চ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শোনা যায় ধূমপান মানুষকে প্রবল মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দেয়! কিন্তু প্রশ্ন হল এই মানসিক চাপ মুক্তি না শশ্মান, কবর স্থানের দরজা উন্মুক্ত?

এব্যাপারে দেখা যাক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

তামাকজাত যে সব পাতা জ্বালিয়ে ধোঁয়া তৈরি হয় তাতে থাকে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ। আর এই রাসায়নিক পদার্থকে একত্রে “টার” বলে। আর এই “টার” জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। একে “কারসিনোজেনিক” পদার্থ বলা হয়। যা মানব সমাজে “ক্যানসার” এর কারণ কিংবা উৎস। ধূমপানে মানব জাতি আজ ব্যাপকভাবে আসক্ত। সাধারণত ধূমপানের ফলে নিকোটিন প্রায় ১০ সেকেন্ডের মধ্যে মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। আর এই “নিকোটিন” পৌঁছানোর পর শরীর প্রায় নিস্তেজ করে দেয়। ফলে আমরা বলতে থাকি সিগারেট বা ধূমপান মানসিক চাপ কমায়!

কিন্তু ফলাফল যে মারাত্মক সে সম্পর্কে আমরা আমল না দিয়েই মৃত্যু যাত্রায় পা বাড়িয়ে শামিল হতে বসেছি। সেদিকে কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ নেই! প্রকাশিত একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে তামাকজাত দ্রব্য সেবনে আমেরিকায় প্রতিবছর প্রায় এক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। আর মানুষের ফুসফুসের রঙ যেখানে গোলাপি সেখানে কলকাতার মতো জায়গা, সেখানে দূষণের মাত্রা সেখানে ফুসফুসের রঙ ছাই রঙের মতো। অতএব একটি জীবন ছাই হতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। মাত্র ৪৫ মিনিট কিংবা হয়তো এক সপ্তাহ। তারপর সব শেষ।আমরা প্রগতিশীল মনুষ্য সমাজ ছাই হওয়ার জন্য আগ্রাসী! আবারও ঢাকঢোল পিটিয়ে একটা আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উৎযাপন হবে আগামী বছর!কিন্তু সমাজ কতটা সচেতন?এমন প্রশ্ন রয়েই গেছে নথির অতল গহ্বরে!

এই ধূমপান কিংবা আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী বিষয়ে প্রাক্তন সাংসদ তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন ‘প্রচার সচেতনতার ফলে বিগত ২০ বছরের তুলনায় বর্তমানে খুব বেড়েছে ধূমপান। আগে পথে ঘাটে স্টেশনে ধূমপান দেখাই যেত না। আর বর্তমানে প্রকাশ্যে ধূমপানের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আগে অনেক বয়স্ক দোকানদারের কাছে সিগারেট কিংবা বিড়ি কিনতে যাওয়ার সাহস হত না, বর্তমানে কে নাবালক কে সাবালক বিচার না করে দোকানদার ব্যবসার খাতিরে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করেন। যেটা বিগত ১০/১৫ বছর আগে হত না। আগে রাস্তাঘাটে বিড়ি সিগারেট কারোর মুখে দেখলে প্রতিবাদ করা সম্ভব হত। আর বর্তমানে সেই প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে গিয়ে অম্লান বদনে মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়ে চলেছে। তবে সাধারণ মানুষ ইচ্ছা করলে এই মারণ রোগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সুস্থ পরিবেশে বাঁচতে পারে’।

বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জয় ভকত বলেন ‘আন্তর্জাতি মাদক বিরোধী দিবস পালন করে কোনওলাভ নেই। সরকারে সদ্দিচ্ছার অভাবের জন্য বাজারে মাদকের রমরমা। সরকার পারলে সমস্ত মাদক কোম্পানীকে বন্ধ করে দিয়ে সমাজকে সুরক্ষা দিতে।সেটা না করে এদিকে লোক দেখানোর জন্য মাদক বিরোধী দিবস পালন আর অন্যদিকে, প্রকাশ্য পথে ঘাটে বিড়ি সিগারেট, খৈনি, তেরাঙ্গা সহ নানান ধরনে নেশাজাত মাদক দ্রব্য বিক্রি চলছে।যার থেকে সরকার প্রতিদিন মুনাফা পাচ্ছে’।

গ্রামীণ চিকিৎসক ডাঃ আশরাফ হালদার বলেন,‘আজকাল মাদক জাতীয় নেশার দ্রব্য এবং ধূমপানের মাত্রা ব্যাপক হারে বেড়েই চলেছ। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই ধূমপানে জর্জরিত। এই নেশায় আক্রান্ত হয়ে অনেক ভালো ভালো ছাত্রছাত্রী সমাজের মূলস্রোত থেকে হারিয়ে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। আর প্রকাশ্যে রাজপথে মেয়েরা যেভাবে ধূমপানে আসক্তি হয়ে পড়ছে তা সমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক’। বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা শিক্ষারত্ন প্রাক্তন শিক্ষক অমল নায়েক ধূমপান বিষয়ে বলেন ‘ধূমপান সমাজের মারাত্মক একটা ব্যধি। এটা বন্ধ হওয়া উচিৎ। না হলে জীবনের বিনিময়ে এর মাশুল গুনতে হবে! কেউই রোধ করতে পারবে না’।

বিশিষ্ট কবি তথা আন্তর্জাতিক সঙ্গীত শিল্পী সর্বাণী দত্ত ধূমপান ও আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস প্রসঙ্গে বলেন ‘ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক জেনেও আমরা ধূমপানের নেশায় আসক্ত হই। ক্যানসার কীভাবে সারবে? আমরা সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু ক্যানসারের উৎপত্তিস্থল তামাকজাত দ্রব্য। সেটা জেনেও বেশি করে ব্যবহার করা হয়। এ বিষয়ে সকল স্তরের মানুষের সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি,না হলে এই মারণ ব্যধি জোয়ারের মতো বইতে থাকবে কোন দিনও কমবে না’।

শব্দবার্তা ৩০০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বাধাহীন, অবারিত ৪। উপাধি ৫। পদ্মের মতো হাত ৬। স্পৃশ্য ৭। মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় ৯। বাতাবরণ ১১। শিক– ১২। সেইরকম, তত্তুল্য।

উপর–নীচ

১। হুবহু ২। ধনশালী, ধনী ৩। টাকাকড়ির হিসাব রাকার কাজ ৪। সমূহ, রাশি ৬। আবহাওয়া ৭। বাংলার আঞ্চলি লোকগানবিশেষ ৮। আত্মসাৎ ১০। সহায়তা, সাহায্য।

সমাধান : ২৯৯

পাশাপাশি : ১। অবমতি ৪। গজ ৫। কানপাতলা ৭। বহাল ৯। সাবেক ১০ ঘরকরনা ১১। হার ১২। শরবত।

উপরনীচ : ১। অজ ২। মহানন্দ ৩। কাতলা ৪। গরহাজির ৬। তরবেতর ৮। ছারখার ১০। ঘটক ১১। হাত।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

নিয়োগের দাবিতে ডেপুটেশন

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার : ২০০৯ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন ডায়মন্ড হারবারে। সোমবার ডায়মন্ড হারবার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন জমা দিল ২০০৯ এর প্রাথমিকর চাকুরি প্রার্থীরা। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, ২০০৯ এর ১৮৩৪ প্যানেলের প্রথমে ১৫০৬ ও পরে ৩৬৪ জনের প্যানেল ঘোষণা করা হলেও এখনো ১৮৩৪ প্যানেলে অনেক শূন্য পদ রয়েছে। সেই শূন্য পদে নিয়োগের দাবি জানিয়ে শুক্রবার ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন ২০০৯ এর প্রাথমিকের চাকুরি প্রার্থীরা। এদিনের ডেপুটেশন কর্মসূচি থেকে চাকুরী প্রার্থীরা হুঁশিয়ারি দেন তাদের দাবি না মানলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

ভরা কোটালে বাঁধ ভাঙার আশঙ্কায় সুন্দরবনের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন: ভরা পূর্ণিমার কোটালে নদীর বাঁধ ভাঙার আতঙ্কে সুন্দরবনের মানুষ। একদিকে স্বস্তির বৃষ্টি,অন্যদিকে নদী বাঁধ ভাঙার আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না সুন্দরবনের সাগর দ্বীপের বাসিন্দাদের। স্বস্তির বৃষ্টির ফলে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ চাষের কাজে নেমে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাগরের চাপাতলা, কচুবেড়িয়া, কশতলা, সাপখালি, সুমতিনগর, বঙ্কিমনগর, মহিষামারি সহ একাধিক জায়গায় নদী বাঁধের বেহাল দশা। বাঁধগুলির মেরামতির কাজ শুরু করেছে সেচ দফতর। কিন্তু এই বর্ষাকালে বাঁধের কাজ করলে তা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। সামনের অমাবস্যা–পূর্ণিমার কোটালে ভাঙার সম্ভাবনা আছে। গ্রামবাসীদের দাবি, বর্ষাকাল বাদ দিয়ে অন্য কোনও সময় বাঁধ

মেরামতি করলে বাঁধ মজবুত হয় বেশিদিন। একদিকে কয়েকদিন পর থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, তখন বাঁধের কাজ করা যাবে না। বাঁধ ভেঙে চাষের সময় নোনা জলে প্লাবিত হবে জমি। আমরা চাই প্রশাসন বিষয়টার উপর নজর দিক। এব্যাপারে সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান জানান, বেহাল নদী বাঁধ গুলোর মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। বর্ষায় যাতে বাঁধ না ভাঙে, প্রশাসন সেদিকে নজর রাখছে।

হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী রক্তাক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীকে বেধড়ক মারধর, রক্তাক্ত অবস্থায় ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আক্রান্ত নিরাপত্তারক্ষী অমিত হালদার। ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত সানোয়ার শেখ। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার ডায়মন্ড হারবার গভ: মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আউটডোরে টিকিট কাউন্টারে লাইন সামলাচ্ছিলেন নিরাপত্তারক্ষী অমিত হালদার। সেই সময় লাইনে থাকা এক রোগীর আত্মীয়র সাথে। বচসায় জড়িয়ে পড়ে। পরে বেধড়ক মারধর করা হয় নিরাপত্তারক্ষীকে। ঘটনায় রক্তাক্ত অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই নিরাপত্তারক্ষী। অন্যদিকে ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বীজ কালোবাজারীর আসল পাণ্ডা কে?

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় কৃষি ফলনের উন্নতির জন্য আমাদের সরকারের বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। তার একটি নমুনা ন্যাসভ্যাল সীডস্ কর্পোরেশন।

এটি কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে গঠিত একটি কৃষি সহায়ক সংস্থা। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জেলার ব্লকে ব্লকে সস্তাদরে উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ করা হয়। সরবরাহের সুবিধার্থে বিভিন্ন এলাকা থেকে সীস ডীলার নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

সংবাদে প্রকাশ উক্ত কর্পোরেশন বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করে দঃ ২৪–পরগণার আমতলা সীড স ষ্টোর্স, ইন্ডিয়ান ফুড ষ্টোর্স, প্রোগ্রেসিড সীড্স ষ্টোর্স এবং মগরা হাট (২) এর অধীন সাউথ মোহনপুর এলাকার পিয়ার আলি মণ্ডলকে দরাজ হাতে বীজ দিতে থাকে আর ডীলাররা মহানন্দে কালোবাজারে সেই বীজ বিক্রি করে টু–পাইস কামিয়ে নেয় অথচ স্থানীয় বি. ডি. ও বা জেলা মুখ্য কৃষি অধিকারিককে বীজ সরবরাহের ব্যাপারে কিছুই জানান হয়নি। এন. এস. সির এই রহস্য জনক বীজ সরবরাহের খবরটি কানে কানে ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল। অতঃপর কর্পোরেশন এর কর্তৃপক্ষ নিজেদের দূর্বলতা ঢাকতে উপরিউক্ত চারটি সীডস ডীলারের মধ্যে আমতলা সীডস ষ্টোর্স–এর লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছেন এবং বাকী ৩টিরও একই ব্যবস্থা হচ্ছে বলে খবরে প্রকাশ। কিন্তু নাটের গুরু এন. এস সির বিচার কি হবে না?

৮ম বর্ষ, ২২ জুন ১৯৭৪, শনিবার, ২৮শ সংখ্যা, ৭ই আষাঢ়, ১৩৮১

পুলিশের একান্ত প্রচেষ্টায় ছেলেধরা গুজবের পর্দা ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসাত : সংক্রামক রোগের মতই সমগ্র উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছেলেধরার উদ্বেগ। কয়েকদিন ধরে গোটা জেলা জুড়ে ছড়ায় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা। মূল ঘটনার সূত্রপাত হয় জেলা শহর বারাসাতের কালীপাড়ায়। এরপর একে একে সেই উত্তেজনা ছড়ায় অশোকনগর, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, গাইঘাটা, দেগঙ্গায়। জনরোষে গনপিটুনির শিকার হল বেশ কয়েকজন। ইতিমধ্যে বারাসাত পুলিশ জেলার এসপি প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়ার নির্দেশে বারাসাত থানার আইসি মৈনাক বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বারাসাত থানার পুলিশ তদন্তে নামে। আসল ঘটনা হল, বারাসাতের কালীপাড়ায় ১১ বছরের ফারদিন নবীর দেহ উদ্ধারের পরই এই ছেলেধরা গুজব ছড়িয়েছিল। তদন্তে নেমে ফারদিনের কাকা ইনজার নবীকে(৪৯) গ্রেপ্তার করে বারাসাত থানার পুলিশ। দফায় দফায় তাকে জেরা করার পর পুলিশ নিশ্চিত হয় এই ইনজার তার ভাইপো ফারদিনকে খুন করে। এমনকি ছেলেধরা সন্দেহের মাস্টার মাইন্ডও সে। বারাসাত পুলিশ জেলার এসপি প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া জানান, পুলিশি তদন্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য ফারদিনকে খুনের পর বাচ্চা চুরির গুজবটা ইনজারই ছড়িয়েছিল।' তদন্তে নেমে পুলিশ খুনের আনুষাঙ্গিক তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে নিশ্চিত হওয়ার পর ১৮ জুন ইনজার নবীকে গ্রেপ্তার করার মাধ্যমে ছেলেধরা গুজব ও আতঙ্কের পর্দা ফাঁস করে বারাসাত থানার পুলিশ। এর ফলে মৈনাক বন্দোপাধ্যায়ের সাফল্যে আর একটি পালকের সংজোজন হয়।

প্রতারণার টাকা শুধতে গিয়ে বাবাকে আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগরের কীর্তনখালী এলাকায় এক ছেলে–বৌমার কীর্তি সামনে এলো, চাকরি দেওয়ার নামে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে প্রতারণা করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে সেই টাকা শোধ দেওয়ার কারণে বাবা–মাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ছেলে এবং বৌমার বিরুদ্ধে। গঙ্গাসাগরের কীর্তনখালী এলাকায় রাজারাম মাইতি এবং কাজল মাইতির এক ছেলে ও এক মেয়ে হঠাৎ করে ছেলে মানিক লাল মাইতি বাবাকে টাকাও সম্পত্তি লিখে দেওয়ার চাপ দেয়, না দেওয়ায় তাদেরকে মারধর করে মায়ের হাত ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ। দম্পতি বলেন, ছেলে বহু টাকা লোকের কাছ থেকে নেয় সেই টাকা শোধ করতে না পেরে তাদের উপরে অত্যাচার চালাচ্ছে কেবলমাত্র জায়গা এবং টাকার জন্য। আরো অভিযোগ তারা এক মাস প্রায় ঘর ছাড়া জামাইয়ের বাড়িতে ঠাঁই নিয়েছে বাড়ি ফিরতে পারছে না ভয়ে, এমনকি স্থানীয় দোকান ও নলকূপে আস্তে বাধা দিচ্ছে স্থানীয় বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা তাদের অপরাধ তারা বিজেপি করে। শাসক দলের পক্ষ থেকে তাদের এক ঘরে করে দেওয়ার কথা শিকার না করলেও দোকানে গিয়ে যাতে গুজব না ছড়ায় তাই দোকানে যেতে বারণ করা হয়েছে বলে সাফাই দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সাগর থানায় লিখীত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শান্তি শৃঙ্খলা বোঝাই রাখতে বেশ কয়েকদিন ধরে এলাকায় সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। উভয়পক্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছে।

হাইকোর্টের নির্দেশে বেআইনি নির্মাণ ভাঙল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিল প্রশাসন জয়নগরে। ২০১৮ সালে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের উত্তরপাড়ার বাসিন্দা অভিজিৎ সরকার কলকাতা হাইকোর্টে পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের ডোম পাড়ায় আলম লস্কর নামে এক ব্যক্তির বেআইনি নির্মাণ কাজ নিয়ে জনস্বার্থে মামলা দায়ের তাঁর অভিযোগ, আলম লস্কর সরকারি জলনিকাশী নালার ওপর বেআইনি নির্মাণ কাজ করায় জল পথ বন্ধ হয়ে গেছে, জলপথ পরিস্কার করার জায়গা পর্যন্ত নেই। তাই অবিলম্বে এই বেআইনি নির্মাণ কাজ ভেঙে জলনিকাশী নালার জলপথ বের করার আবেদন জানান। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই মামলা চলার পর অবশেষে গত সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এই বেআইনি নির্মাণ কাজ ভেঙে দেওয়ার পক্ষে রায় দেয়। আর তার পরেই মঙ্গলবার দুপুরে জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল, জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার,ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, স্থানীয় কাউন্সিলার নবগোপাল গাঙ্গুলি, মামলাকারী অভিজিৎ সরকারের উপস্থিতিতে ওই বেআইনি নির্মাণ কাজ ভেঙে দেওয়া হয়। এদিন এই নির্মাণ কাজ ভেঙে দেওয়ার সময় যে কোনো ধরনের অশান্তি এড়াতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এব্যাপারে স্থানীয় কাউন্সিলার নবগোপাল গাঙ্গুলী বলেন,সরকারি নির্দেশ মেনে এই কাজ করা হয়েছে। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন। আর এই পৌরসভায় বেআইনি ভাবে নির্মাণ কাজ ভেঙে দেওয়া হবে এবার সরকারি নিয়ম মেনেই।

জলপথ পরিষেবা বাড়ানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : গোসাবা ও গদখালিতে এই রো রো সার্ভিস খুব শীঘ্রই চালু করবে রাজ্য সরকার। সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনের পর এমনটাই দাবি করলেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। উত্তর ও দক্ষিণ পরগণা জুড়েই রো রো সার্ভিস চালু হতে চলেছে।দক্ষিণে পাথরপ্রতিমা এবং গোসাবায় এই রো রো সার্ভিস চালুর জন্য যেমন জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে, তেমনই উত্তর ২৪ পরগণার মাঝেরপাড়া থেকে বামনপুকুরেও এই জেটি নির্মাণের কথা ভাবছে পরিবহন দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিরকালই যোগাযোগ ব্যাবস্থা উন্নয়নের দিকে নজর দিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে শহরাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য জোর দিয়েছেন। এই রো রো সার্ভিস চালু হলে বড় বড় গাড়ি থেকে অ্যাম্বুলেন্স সহজেই পৌঁছে যাবে প্রত্যন্ত দ্বীপগুলোয়। এমনটাই জানিয়েছেন মন্ত্রী।উল্লেখ্য সুন্দরবনের মোট বনাঞ্চল ১০৮১৩ বর্গ কিমির মধ্যে ৪৭২৬ বর্গ কিমি ভারতীয় ভূখন্ডের,অর্থাৎ সুন্দরবনের ৩৮ শতাংশ ভারতের এবং ৬২ শতাংশ বাংলাদেশের অধীনে। ১৯৮৭ সালে ইউনেস্কো "ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট(বিশ্ব সম্পদ)" ঘোষনা করেন। এবং একই বছরে ২৯ মার্চ "ম্যান এন্ড বায়োস্ফিয়ার(জীব পরিমন্ডল)" ঘোষনা হয়। সুন্দরবনের মোট ১০২টি দ্বীপ,এর মধ্যে ৫৪ টি দ্বীপে জনবসতি এবং ৪৮ টি দ্বীপ নিয়ে ম্যানগ্রোভ বন ও বন্যপ্রাণী। উত্তর ২৪ পরগণার জেলার ৬টি ব্লক ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ১৩ টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবন। সবথেকে বেশী দ্বীপ রয়েছে পাথরপ্রতিমা ব্লকে ১৩ টি,গোসাবায় ৯ টি,নাখানায় ৫ টি,সন্দেশখালিতে ৬ টি,হাড়োয়া ব্লকে ৫ টি। তবে যাতায়াতের সমস্যা ছিল এই ঐতিহ্যের একমাত্র কাঁটা।সেই কাঁটাও এবার দূর করা সম্ভব হবে বলেই আশা করছে রাজ্য সরকার।

সম্পত্তি লিখিয়ে মাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল ছেলে ও বৌমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: এবার সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে মাকে মারধর করে রাতের বেলায় বাড়ি থেকে বের করে দিল তার নিজের ছেলে ও বৌমা । ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার রামচন্দ্রপুরে। এই ঘটনায় রাতেই নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত মা। আর তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বারুইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা ৬০ বছরের অনিতা দাস। তাঁর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। একই বাড়িতেই থাকতেন তাঁর ছেলে, বৌমা, নাতি ও নাতনি। সম্প্রতি সম্পত্তি নিজের নামে করিয়ে নেয় ছেলে। তারপর থেকে খাওয়া–দাওয়া ঠিকমত দিত না বলেও অভিযোগ। ব্যাগের মধ্যে গচ্ছিত টাকাও নিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। সোমবার রাতে মাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেয় ছেলে বিশ্বজিত দাস ও বৌমা টুম্পা দাস। এরপরই তাঁদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশের কাছে মারধর করার অভিযোগ দায়ের করেন বৃদ্ধা।

অভিযোগ, তাঁকে মেরে কপাল ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আক্রান্ত বৃদ্ধা রাতেই সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করান। বৃদ্ধার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। আর এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে এলাকায়।

ক্রাইম ডেস্ক

রঙ কালো,টাকার দাবিতে অত্যাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : স্ত্রী ও শ্যালককে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত মসজিদবাটী গ্রামে। বর্তমানে স্ত্রী মাসুরা সরদার লস্কর ও শ্যালক আতিয়ার রহমান সরদার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শ্যালকের মাথা ফেটে যাওয়ায় তার অবস্থা সঙ্কটজনক। ঘটনা প্রসঙ্গে মাসুরার বাবা আক্তার সরদার বাসন্তী থানায় জামাইয়ের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় ৮ বছর আগে বাসন্তী থানার মসজিদবাটী গ্রামের আসরাফ লস্করের বিয়ে হয় গোসাবা থানার অন্তর্গত পাঠানখালি পঞ্চায়েতের পাঠানখালি দক্ষিণপাড়া গ্রামের মাসুরার সঙ্গে। দম্পতির ১ ছেলে ও ১ মেয়ে রয়েছে। অভিযোগ বিয়ের পর থেকে স্ত্রী'র গায়ের রঙ কালো বলে লাগামছাড়া অত্যাচার চালাতো স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন।পাশাপাশি অত্যাচার যাতে না হয় তারজন্য অতিরিক্ত টাকারও দাবি করতো জামাই আশরাফ। মেয়ের সুখ চেয়ে প্রতিনিয়ত সেই দাবি মেটাতেন আক্তার। গত প্রায় এক সপ্তাহ আগে জামাইয়ের দাবি মতো কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলেন। অভিযোগ সোমবার আসুরাকে আবারও তার বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দেয় স্বামী।টাকা আনতে না যাওয়ায় বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে বোন কে দেখতে মসজিদবাটী গ্রামে হাজীর হয় আতিয়ার। অভিযোগ শ্যালককে দেখে রুদ্রমূর্তি ধারন করে আশরাফ। তাকে বেধড়ক মারধর করে ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়।রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে।

বিজেপি কর্মীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : রেললাইন থেকে উদ্ধার হল এক বিজেপিকর্মীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। মৃতের নাম প্রদীপ মাল বাড়ি নলহাটি থানার পাইকপাড়া গ্রামে। রবিবার সকালে নলহাটি চাতরা রেলষ্টেশনের মাঝে পাইকপাড়া গ্রামের কাছে রেললাইনে তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বিজেপি বীরভূম জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, আমাদের দলের কর্মী প্রদীপ মালের সঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের দিনকয়েক আগে তৃণমূলের বিবাদ হয়েছিল। রেললাইন থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা যথেষ্ট সন্দেহজনক। বিষয়টি তদন্ত করে দেখার দাবি জানাচ্ছি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় টোটোচালক প্রদীপ মাল রবিবার ভোরে বাড়ি থেকে বের হয় তারপর সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয় গ্রাম সংলগ্ন রেললাইন থেকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে রেলপুলিশ।

দিনেদুপুরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : কীর্ণাহার হাইস্কুল বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সারদাপল্লী একটি বাড়িতে মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ তালা ভেঙে নগদ ৭০০০০ টাকা ও কিছু গহনা নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা বলে দাবি গৃহকর্তার। কার্তিক কোনায়ের বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে দুষ্কর্ম ঘটিয়েছে সুবীর কোনায়ের। বীরভূম জেলার শান্তিপ্রিয় ছোট শহর কীর্ণাহারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় । দিনেদুপুরে ব্যস্ততম প্রধান রাস্তার একদম পাশেই বাড়ির ভিতর ঢুকে তালা ভেঙে নগদ টাকা–পয়সাও গহনা নিয়ে চম্পট দিতে গেলে ঠিক কতটা দুঃসাহস অর্জন করতে হয়,সে প্রশ্ন যেমন উঠছে । তেমনি প্রশ্ন উঠছে কীর্ণাহারের নিরাপত্তা নিয়েও ।

দাঁইহাটের পুরচেয়ারম্যান অপসারণ 'নাটক' শেষ কবে, প্রশ্ন শহরবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : এখানে বিরোধী আসনে সিপিএম নেই, কংগ্রেস নেই এমনকী বিজেপিও নেই। এখানে মমতার সাধের ঘাসফুল বাগান দখলদারির জন্য ঘোরতর লড়াইয়ে মত্ত স্বয়ং তৃণমূলীরাই।পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী দেড় শতাধিক বছরের প্রাচীন দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যানকে অপসারণের দাবিতে এমনই জমজমাট 'নাটক' সম্প্রতি শুরু হয়েছে।কিন্তু, ঘাসফুল বাগানের ১৪ জন কুশীলব সহ বহিরাগত একাধিক পরিচালকের সমন্বয়ে তৈরি হওয়া এমনতর 'নাটক' কবে শেষ হবে সেই প্রশ্নে এই মুহূর্তে সরগরম শহরের সর্বত্র।তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায়ের সরস মন্তব্য, রোজই তো শুনছি নাকি ফেলে দেবে ফেলে দেবে(পড়ুন চেয়ারম্যান পদ থেকে)! দেখা যাক কী হয়!তবে, তৃণমূলী এই পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান বিরোধী জনৈক দলীয় কাউন্সিলরের বেশ জোরালো দাবি, আগামি ১০ জুলাইয়ের মধ্যেই দাঁইহাটের চেয়ারম্যান অপসারিত হচ্ছেই।যদিও সামগ্রিক প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য মুখপাত্র দেবু টুডু বুধবার টেলিফোনে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে বলেন, কারও ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ওপর দলীয় সিদ্ধান্ত নির্ভর করে না।দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যানকে অপসারণের দাবিতে দলীয় কয়েকজন কাউন্সিলর সরব হয়েছেন শুনেছি।দল এবিষয়ে নিশ্চয়ই পর্যালোচনা করবে।দাঁইহাট পুরসভায় ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪টি।২০২২ সালে পুরসভা নির্বাচনে এখানকার সবক'টি ওয়ার্ডেই জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস।সেইসময় দল শিশিরকুমার মণ্ডলকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছিল এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদে বসেছিলেন প্রদীপকুমার রায়।কিন্তু, মাসকয়েক যেতেই শিশিরকুমার মণ্ডলকে কেন্দ্র করে অশ্লীল এবং আপত্তিকর একটি ভিডিয়ো ফুটেজ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল।সেইসময় তাঁকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেস

চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তেও হয়েছিল।অতঃপর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তড়িঘড়ি নির্দেশে অশ্লীল ভিডিয়ো ফুটেজ কাণ্ডে অভিযুক্ত শিশিরকুমার মণ্ডলকে পদ থেকে অপসারণ করার পর সেই জায়গায় প্রদীপকুমার রায়কে পুরচেয়ারম্যানের পদে বসানো হয়েছে।কিন্তু, দলীয় এই সিদ্ধান্তের মাসকয়েক পর থেকেই যেন তাল কাটতে শুরু করল।দাঁইহাট পুরবোর্ডের অধিকাংশ কাউন্সিলরের কাছে মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন ইস্যু খাড়া করে পুরচেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যাওয়াটা একপ্রকার রুটিনমাফিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়।এমনকি, পুরবোর্ডের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক কোরামের অভাবে বাতিল হয়েছে।এমনতর পরিস্থিতিতেই এবারের লোকসভা নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হল।একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস দাঁইহাট শহরে বিজেপির কাছে ব্যাপকভাবে পরাজিত হতেই পুরচেয়ারম্যান বিরোধী ১১জন দলীয় কাউন্সিলর এককথায় ফুঁসে ওঠেন।তাঁরা দাঁইহাটে দলের এই পরাজয়কে পুরচেয়ারম্যানের অপদার্থতা প্রমাণ করার জন্য এককথায় উঠেপড়ে লাগলেন।শেষমেশ পুরচেয়ারম্যানের অবিলম্বে অপসারণ চেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সহ পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কাছেও লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।বিরোধী জনৈক কাউন্সিলর জানিয়েছেন, এই চেয়ারম্যানের অপসারণের দাবি নিয়ে তাঁরা একাধিকবার কলকাতায় গিয়ে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তিনি আশ্বাসও দিয়েছেন।পুরচেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায় বলেন, দলের ১১ জন কাউন্সিলরের অনুপস্থিতির জন্য একাধিকবার বোর্ডমিটিং বাতিল করতে হয়েছে।এনিয়ে মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে।দল আমাকে এই পদে বসিয়েছে।দল যেদিন চাইবে সেদিনই চলে যাব।পদ আঁকড়ে থাকতে আসিনি।তবে, দাঁইহাট শহরের কোণায় কোণায় বিস্তর অনুন্নয়ণের ছাপ থাকলেও কোনওরকম দুর্নীতি কিংবা অনিয়মের প্রশ্নে শহরের সাধারণ মানুষের কাউকেই পুরচেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায়ের বিরুদ্ধে আঙুল তুলতে দেখা গেল না।এককথায় তাঁদের কাছে প্রদীপকুমার রায় একজন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ বলেই বিবেচিত হয়েছে।অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে দলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবারে লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে শহরাঞ্চলে ঘাসফুলের সমর্থনে ধস নামার মতো গুরুতর বিষয়টি।ব্যাপক সংখ্যায় শহরবাসী দলের দিক থেকে কেন মুখ ফিরিয়ে নিল সেই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শীর্ষ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সকল নেতৃত্বকে বুথস্তর পর্যন্ত পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছেন।সেইসঙ্গে নজর রয়েছে আগামি ১০ জুলাই রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনের জোরদার প্রচার কর্মসূচি সহ একুশে জুলাই মেগা সভার প্রস্তুতির দিকে।এমনতর গুরুতর পরিস্থিতিতে রাজ্যের একাধিক জায়গায় নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তথা ঘরোয়া কোন্দল কিংবা দলীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে দলকে চরম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে শীর্ষ নেতৃত্ব নাকি কঠোরতর মনোভাব নিতে চলেছে।এখন দেখার দাঁইহাট পুরসভা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২৯ জুন – ৫ জুলাই, ২০২৪

গুজব

বাম আমলের কুখ্যাত বানতলায় নারীহত্যা ও কসবার আনন্দমার্গ সংঘের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনিদের ওপর নির্মম অত্যাচার, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হত্যাকান্ডের নেপথ্যে নানা রাজনীতি থাকলেও প্রকাশ্যে সবাই সেই সময় জেনে ছিল 'ছেলেধরার গল্প'। গুজবের রাজনীতি একসময় বাংলার সামাজিক পরিস্থিতিকে অস্থির করে তুলেছিল। গুজব বরাবরই ভয়ঙ্কর। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকান্ড কিংবা বাবরি সৌধ ধংস হবার পর বিদ্যুৎ বেগে অজস্র গুজব ছড়িয়ে পড়ে ছিল, ভাষান্তরে বলা যায় পরিকল্পিত ভাবে ছড়ানো হয়েছিল। তিল কে তাল করার বিকৃত রুচি ও প্রবণতা জনমানসে যে চিরস্থায়ী ক্ষতি সৃষ্টি করে। বিশেষ করে সাধারণ শান্ত মানুষকে পশুর পর্যায় নামিয়ে আনে গুজব। রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কিংবা পারিবারিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য 'গুজব'–এর ব্যবহার ইদানিং আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। সম্পত্তি আত্মসাতের লক্ষ্যে জ্ঞাতিকে হত্যা করে 'ছেলেধরা' গুজব সাম্প্রতিককালের চর্চিত বিষয়। অতি সম্প্রতি জনৈকা মানসিক ভারসাম্যহীন এক মহিলার শিশুপুত্রকে নিয়ে ছেলেধরা গুজবে ট্রেনের নিত্য যাত্রীদের মধ্যে হিংস্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। পুলিশের হস্তক্ষেপে শিশুপুত্র ও মা এখন নিরপদ আশ্রয়ে। মানব চেতনার গভীর গহনের জ্ঞাত–অজ্ঞাত জগতের সন্ধান মনস্তত্ত্ববিদরা উদ্ধার করেছেন নানা সময়ে। মনবিদদের নিদান যাই থাকুক বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে 'মাস হিস্টিরিয়া' ছড়িয়ে দিতে গুজবের জুড়ি মেলা ভার। দৈহিক নিগ্রহের পরিণাম মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয় এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তারা নির্দোষ নিরীহ।

লাগাতার প্রশাসনের সদর্থক প্রচার ও জনসাধারণের শুভ বুদ্ধি এই প্রবণতা আটকাতে পারে। নিজেদের হাতে আইন তুলে নেবার পৈশাচিক প্রবণতা কখনও কখনও প্রশ্রয় পায় স্থানীয় মাতব্বর শ্রেনীর কখনও বা রাজনৈতিক নেতাদের। যে পরিবারের ভাই, বোন, মা, দাদা, বাবা, শ্রেফ গুজবের ধাক্কায় হেনস্থা কিংবা প্রাণ হারান তাদের ব্যথা শুধু চিরস্থায়ী হয় সেইসব ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের নিঃসঙ্গ নীরবতায়।

গুজবের ব্যাধি যাতে পল্লবিত হতে না পারে সে ব্যাপারে প্রশাসনের কঠোর হওয়া প্রয়োজন। প্রভাবশালী কিংবা রাজনৈতিক রঙ না দেখে পাড়ার ক্লাব কিংবা নানা সংগঠন, প্রয়োজনে নিত্য যাত্রীদের মধ্যে এ ব্যাপারে সচেতনাতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া জরুরি। আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া কিংবা পশু প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে এমন বিষয়গুলিতে প্রশাসন নজর দিক। গুজবের অপমৃত্যু ঘটানোর দায়িত্ব সব পক্ষেরই।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

তুমি যে আমাকে দৈব ও পুরুষকার বিষয়ে প্রশ্ন করবে এবং আমিও তোমাকে এই বিষয়ে সবিস্তারে বলব তাও নিয়তি নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি দৈবনিষ্ঠা বশতঃ কর্মত্যাগ করে বসে থাকে, তার ঐ নিষ্ক্রিয়তা নিয়তির নিয়মবশে হয়ে থাকে। পুরুষ যদি প্রথম থেকেই নিষ্ক্রিয় থাকতে পারত, তবে তার বুদ্ধি, বুদ্ধিসৃষ্ট কর্ম, কর্মসৃষ্ট ভৌতিক বিকার, দেহলাভ ইত্যাদি কিছুই ঘটত না। সুতরাং সৃষ্টির আদি হতে পুরুষের ক্রিয়াদি ব্যবহার প্রবাহিত হচ্ছে, তা নিয়তির প্রবাহেই সাধিত হচ্ছে। নিয়তি অলঙ্ঘনীয়, স্বয়ং রুদ্রাদি দেবতাগণও সেই নিয়তির অধীন। সুতরাং বুদ্ধিমান মানুষ নিয়তির আশ্রয়ে থেকেও পুরুষকারকে সদাসঙ্গী করে রাখবে। কারণ পুরুষকাররূপেই নিয়তি সমগ্র জগৎ নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি যখন ঈশ্বরের সঙ্কল্প রূপে থাকেন, তখন নিয়তি এবং যখন সৃষ্টিরূপ ফলাফলের সাথে সংপৃক্ত হন, তখন তিনিই পুরুষকার নামে অভিহিত হন। নিয়তি পুরুষকারের সহায়ে সফল হন, তাই পুরুষকার অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম সকলের আত্মা। তিনি সর্বময় এবং সর্বেশ্বর এবং সর্বশক্তিমান, তাই তিনি যখন যেমন ইচ্ছা করেন তাইই প্রকাশ পায়। আত্মা যেখানে যেমন ভাবনা করেন, সেখানে তেমনই দর্শন করেন। তাঁর অনন্ত শক্তি ব্যবহারকালে নানা আকারে প্রকাশ পেলেও, প্রকাশিত সকলই পরমার্থতঃ আত্মা। কারণ আত্মা ও আত্মশক্তি অভিন্ন।

রাম বললেন, অভিন্ন, সপ্রকাশ, অদ্বয় ব্রহ্মে খণ্ডিত ও ভিন্নাত্মক জীব কিভাবে পৃথক অস্তিত্ব লাভ করে? বশিষ্ঠ বললেন, ব্রহ্মে যে ভিন্নপ্রতীতি দেখা যায় তা মিথ্যা। কারণ ব্রহ্ম সর্বব্যপী এবং একান্ত নির্মল। তাঁর বিরাট চিদাকার, নাম–রূপরহিত সাম্যাবস্থা অনভিজ্ঞ এবং পণ্ডিতজনেরাও পূর্ণরূপে ধারণা করতে অক্ষম। তাঁর স্বরূপ শান্ত ও পরমপদ নামে অভিহিত। তাঁর থেকে যে ক্রিয়াশক্তিরূপে খণ্ডিত এবং প্রাণাত্মক রূপ সমুদিত অনুভূত হয়, তা জীব নামে কথিত হয়। শান্ত ব্রহ্মের যে কিঞ্চিৎ স্ফুরণ, তা জীব নামে কথিত হয়। শান্ত ব্রহ্মে প্রাণক্রিয়ার আরোপ ঘটলে, তাঁর পরম নিষ্ক্রিয়তা আর রইল না, এইভাবে চিদাকাশের যে ক্ষুরণ, তার নামই জীব। বর্ণহীন আকাশের দৃষ্টির অগোচর অংশকে নীল রঙের দেখায়, প্রথমে জীবে অহংভাব না থাকলেও নিজেতে প্রকৃত আত্মদর্শন হয় না বলে, জীব নিজেকে ভিন্ন সত্ত্বাসম্পন্ন ভাবতে থাকে। সুতরাং এই অহংভাব এক অক্ষমতা, এক ভীষণ অজ্ঞান হতে উদ্ভূত। অহংভাব হতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হতে সঙ্কল্প, সঙ্কল্প হতে দেশ ও কাল প্রভাবে দেহধারণ। সঙ্কল্পাত্মক অহঙ্কার মন, চিত্ত, জীব, মায়া, প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। সঙ্কল্পময় চিত্ত ভূত তন্মাত্র কল্পনা করে পঞ্চভূতভাব প্রাপ্ত হয়, এই ভাবে ক্রমান্বয়ে জীব ও জীবকুল এবং যাবতীয় স্থাবর–জঙ্গম বহুল জগৎ উৎপন্ন হয়েছে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

নস্টালজিক কলকাতা

১৯৫০ সালে কলকাতার রাস্তায় একই ছবিতে ট্রাম, ডবল ডেকার বাস ও হাতে টানা রিকশার দৃশ্য

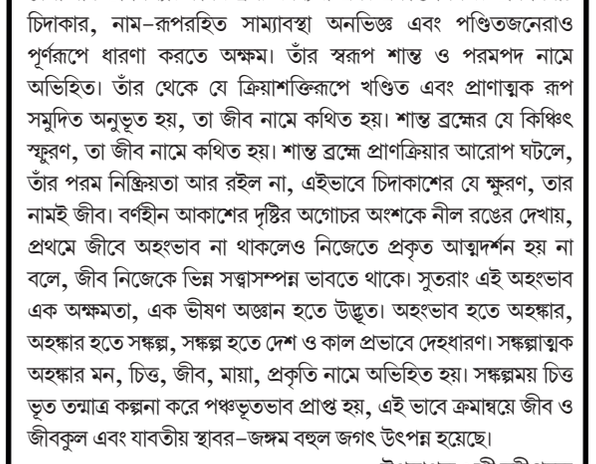

নিজের নাক কেটে বিজেপির যাত্রাভঙ্গ করল সিপিআইএম

বরুণ মণ্ডল

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি(বিজেপি) এ রাজ্যে ১২টি আসন পেয়েছে। এই ১২ টির মধ্যে ১০ টি আসন ২০১৯ – এর সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির নিজেদের জেতা আসন। আর বাকি দুটি অর্থাৎ বিজেপির এবারের জেতা তমলুক(৩০) ও কাঁথি(৩১) এই আসন দু'টি ২০১৯ –এ তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে ছিল। এবার বিজেপি নিজেদের দখলে নিয়ে এসেছে। এদিকে ২০১৯ –এর সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় এবার বিজেপি নিজেদের দখলে থাকা কোচবিহার(১), উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর(১৫), হুগলি(২৮), ঝাড়গ্রাম(৩৩), মেদিনীপুর(৩৪), বাঁকুড়া(৩৬), বর্ধমান–দুর্গাপুর(৩৯) ও আসানসোল(৪০) এমন আটটি আসন হাত ছাড়া হয়।

কোচবিহার আসনটিতে এবার বিজেপির ৩৯,২৫০ ভোটের ব্যবধানে হাতছাড়া হয়। ২০১৯ –এ বিজেপি ৫৪,২৩১ ভোটের ব্যবধানে এই আসনটি জয়লাভ করেছিল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর আসনটিতে এবার বিজেপির ৬৪,৪৩৮ ভোটের ব্যবধানে হাত ছাড়া হয়। এই আসনে সিপিআইএমের লড়াকু জেদি অভিনেতা দেবদূত ঘোষ নিজে ১,০৯,৫৬৪ ভোট পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে জেতাতে আর বিজেপির দলবদলু প্রার্থী অর্জুন সিংকে লাইফটাইমের মতো হারাতে অসাধারণ সাহায্য করেছে। হুগলিতেও একই ঘটনা। হুগলি আসনটিতে এবার বিজেপির ৭৬,৮৫৩ ভোটের ব্যবধানে হাত ছাড়া হয়। ২০১৯ –এ বিজেপি ৭৩,৩৬২ ভোটের ব্যবধানে এই আসনটি জয়লাভ করে। এই আসনেও এবার সিপিআইএমের পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ সংগঠনের পরিচিত মুখ মনোদীপ ঘোষ ১,৩৯,৯১৯ ভোট পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সিনেমাভিনেত্রী প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাংসদ বানাতে আর বিজেপি প্রার্থী অভিজ্ঞ সাংসদ সংসদে ২৪০ দিনের উপস্থিতি ২৭৭টি প্রশ্ন করা সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে হারাতে অতুলনীয় সহায়তা করেছে। মেদিনীপুরেও আরও দৃষ্টিনন্দন ঘটনা। মেদিনীপুর আসনটি এবার বিজেপির মাত্র ২৭,১৯১ ভোটের ব্যবধানে হাতছাড়া হয়। ২০১৯ –এ বিজেপির বরিষ্ঠ দৃঢ়চেতা নেতা দিলীপ ঘোষ ৮৮,৯৫২ ভোটের ব্যবধানে আসনটি জয়লাভ করে ছিলেন। এই আসনেও সিপিআইএম প্রার্থী শ্রমিক নেতা বিপ্লব ভট্ট ৫৭,৭৮৫ ভোট পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মেদিনীপুরের বিধায়িকা প্রাক্তন সিনেমাভিনেত্রী জুন মালিয়াকে সাংসদ

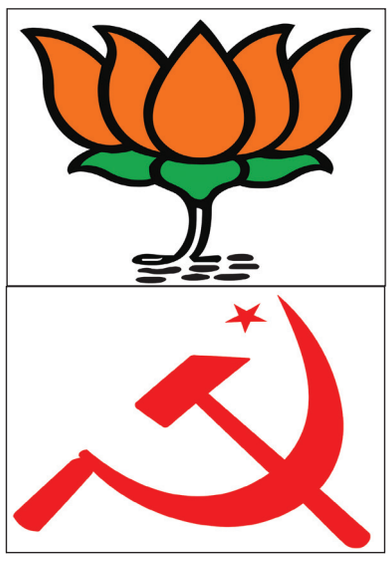

বানাতে জোরদার সহযোগিতা করেছে। বাঁকুড়া আসনটিও এবার বিজেপি'র মাত্র ৩২,৭৭৮ ভোটের ব্যবধানে হাতছাড়া হয়। এই কেন্দ্রে এবার সিপিএমে'র স্বচ্ছ ভাবমূর্তি আইনজীবী নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত ১,০৫,৩৫৯ ভোট পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের আইনজীবী অরূপ চক্রবর্তীকে বিধায়ক থেকে সাংসদে পরিণত করতে বড়োরকমের সহায়তা করেছে। আসানসোল আসনটিও এবার বিজেপির ৫৯,৫৬৪ ভোটের ব্যবধানে হাতছাড়া হয়। এই আসনে এবার সিপিএমের স্থানীয় এলাকার অভিজ্ঞ প্রার্থী জাহানারা খান ১,০৫,৯৬৪ ভোট পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পাটনার বাসিন্দা প্রাক্তন সিনেমাভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহাকে সংসদে পাঠাতে সাহায্য করেছে।

রাজ্যের বেশ কিছু আসনে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদের জয়ের ব্যবধানের তুলনায় সিপিআইএম প্রার্থী বেশি ভোট পেয়েছে। যেমন : আরামবাগ(২৯) কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মিতালি বাগের জয়ের ব্যবধান মাত্র ৬,৩৯৯। ২০১৯ – এ তৃণমূল কংগ্রেসের এই আসনে জয়ের ব্যবধান ছিল ১,৯৪২ ভোট। সেখানে এই আসনে সিপিআইএম প্রার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিপ্লব কুমার মৈত্র পেয়েছেন ৯২,৫০২ ভোট। কলকাতা উত্তর(২৪) লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়ের ব্যবধান ৯২,৫৬০ ভোট। ২০১৯ –এ তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের মার্জিন ছিল ১,২৭,০৯৫ ভোট। সেখানে বামফ্রন্ট সমর্থিত জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী প্রাক্তন অধ্যাপক প্রদীপ ভট্টাচার্য পেয়েছেন ১,১৪,৯৮২ ভোট। দমদম লোকসভা কেন্দ্রে(১৬)তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ প্রবীণ রাজনীতিবিদ সৌগত রায়ের জয়ের ব্যবধান ৭০,৬৬০ ভোট। ২০১৯ –এ তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের ব্যবধান ছিল ৫৩,০০২ ভোট। এই কেন্দ্রে এবার সিপিআইএম প্রার্থী দলের পূর্ণ সময়ের কর্মী সুজন চক্রবর্তীর প্রাপ্ত ভোট ২,৪০,৭৮৮ ভোট। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর(১২) কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সংসদে নজরকাড়া বক্তা মহুয়া মৈত্রের এবারের জয়ের ব্যবধান ৫৬,৭০৫ টি ভোট। ২০১৯ সালে এই আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের এই সাংসদের জয়ের ব্যবধান ছিল ৬৩,২১৮ ভোট। এই কেন্দ্রে এবার সিপিআইএম প্রার্থী পোড়খাওয়া নেতা এস এম সাদি'র প্রাপ্ত ভোট ১,৮০,২০১ ভোট।

এরই সঙ্গে এবার এ রাজ্যের বিজেপি নেতাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে যে, এ রাজ্যের কিছু বিশেষ মুসলিম ভোটাররা যখন বিজেপিকে ভোট দেয় না। সুতরাং, মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর(৯), বহরমপুর(১০) ও মুর্শিদাবাদ(১১) এই তিন কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী না দেওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। আর নয়তো ভোটে ' সবকা সাথ সবকা বিকাশের' প্রভাব ফেলতে হবে।

নির্দলদের বুথে তৃণমূলের ভোট বাড়লেও কমল বিধায়ক ঘনিষ্ঠ বুথে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়নগর লোকসভা নির্বাচনে জয়নগর বিধানসভার ১২ টি পঞ্চায়েত ও একটি পৌরসভার মধ্যে তৃণমূল একটি পঞ্চায়েত বাদে সবকটিতে এগিয়ে থাকলেও ধর্মীয় মেরুকরণে বহু জায়গাতে এমনকী জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের নিজের বুথেও পিছিয়ে গিয়েছে তারা। গত পঞ্চায়েত ভোটে এই বিধানসভার ১২টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ১১ টিতে তৃণমূল ক্ষমতা পেলেও এবার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত তারা দখল করতে পারেনি। এই পঞ্চায়েতে ২০২৩ সালে ভোটের সময় বোমাবাজি, বুথ দখল সহ একাধিক অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এমনকী পুনর্নির্বাচন হয়েছিল চারটি বুথে। এখানে মূলত লড়াই হয়েছিল শাসক দলের বিদায়ী সাংসদ ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন প্রধান মতিবুর রহমান লস্করের সঙ্গে শাসক তৃণমূল বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৎকালীন উপপ্রধান মজিবর রহমান লস্করের সম্পর্কে তাঁরা আবার দুই ভাই। সে সময় পঞ্চায়েতের টিকিট বন্টন বিধায়কের হাতে থাকার ফলে সাংসদ ঘনিষ্ঠরা টিকিট না পেয়ে নির্দল হিসাবে ভোটে নেবে জয়লাভ করে এই বহড়ুতে। প্রধান হন নির্দলের মতিবুর রহমান লস্কর এবং উপপ্রধান হন বিজেপির সংগীতা মণ্ডল এবং তৃণমূল বিরোধী আসনে বসে। বিরোধী দলনেতা হন ইন্দ্র মণ্ডল।

আর এই লোকসভা ভোটের বিদায়ী সাংসদ ঘনিষ্ঠ প্রধান মতিবুর তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডলের হয়ে এবার প্রচারে নামেন।

এবারে আসা যাক এই ভোটে বহড়ু ক্ষেত্র পঞ্চায়েতের বুথ ভিত্তিক ফলাফল বিন্যাসে। উল্লেখ্য এই পঞ্চায়েতের মোট আসন ১৬ টি, যার মধ্যে তৃণমূল ও নির্দল সাতটি করে এবং বিজেপি পায় দুটি আসন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই পঞ্চায়েতে ৮১ নম্বর বুথে তৃণমূল ৪৬৮ বিজেপি ৮, ৮২ নম্বর বুথে

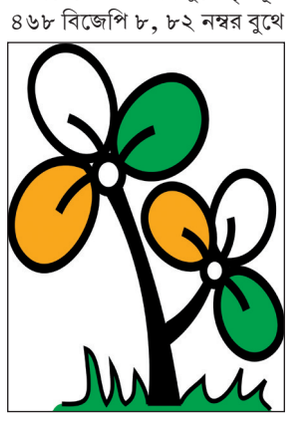

তৃণমূল ৭১৩ বিজেপি ১৩, ৮৩ নম্বর বুথে তৃণমূল ৬৬৮ বিজেপি ১৬, ৮৪ নম্বর বুথে তৃণমূল ২৪১ বিজেপি ৪৮০, ৮৫ নম্বর বুথে তৃণমূল ৫৯৫ বিজেপি ১৪, ৮৬ নম্বর বুথে তৃণমূল ৪৮৪ বিজেপি ৭, ৮৭ নম্বর বুথে তৃণমূল ৩২৬ বিজেপি ২৬০,৮৮ নম্বর বুথে তৃণমূল ৩৬৫ বিজেপি ২১৫, ৮৯ নম্বর বুথে তৃণমূল ৩৫৬ বিজেপি ৫০৭, ৯০ নম্বর বুথে তৃণমূল ৩৬২ বিজেপি ৫৯০, ৯১ নম্বর বুথে ৭০২ বিজেপি ৮, ৯২ নম্বর বুথে তৃণমূল ৩৬৭ বিজেপি ৩২৪, ৯৩ নম্বর বুথে আসন ৪১৬ বিজেপি ৩৭৬, ৯৪ নম্বর বুথে তৃণমূল ১৬৮ বিজেপি ৩৮৯। এই পঞ্চায়েত থেকে তৃণমূল বিজেপির থেকে ৩৭৮৪ টি ভোট বেশি পায়। দেখা যাচ্ছে নির্দলের হাতে থাকা ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৬,৯১ ও ৯৩ নম্বর বুথগুলিতে তৃণমূল ব্যাপকহারে লিড পায় অথচ তৃণমূলের হাতে থাকা ৮৯ ও ৯০ নম্বর বুথে তৃণমূল পিছিয়ে থাকে বিজেপির থেকে। আবার ৮৭,৮৮ ও ৯২ নম্বর বুথে খুব কম ভোটে তৃণমূল বিজেপির থেকে বেশি পায়। এবং বিজেপির নিজের হাতে থাকা ৮৪

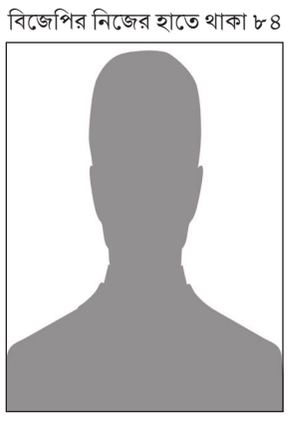

নম্বর ও ৯৪ নম্বর বুথে বিজেপি নিজেদের দখলে রাখতে সমর্থ্য হল। ৮৯ নম্বর বুথে বহড়ু অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি কৌশিক দাসের স্ত্রী সুকন্যা দাসের বুথে ১৫১ ভোটে পিছিয়ে পড়ে তৃণমূল, আবার বিরোধী দলনেতা ইন্দ্র মণ্ডলের ৮৭ নম্বর বুথে মাত্র ৬৬ ভোটে তৃণমূল এগিয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে বহড়ু ক্ষেত্র পঞ্চায়েতের বিরোধী দলের নেতা তৃণমূল কংগ্রেসের ইন্দ্র মণ্ডল বলেন, নির্দলের প্রধান বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বুথ গুলোতে বিজেপির হয়ে প্রচার করে। আমাদের বুথ গুলোতে তৃণমূলের ভোট কমিয়ে বিজেপির ভোটকে বাড়াতে সাহায্য করে সে। বহড়ু অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি কৌশিক দাস বলেন, ধর্মীয় মেরুকরণে সারা রাজ্যের মতন বহড়ুতেও পড়েছে। আর সেই কারণে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুথগুলিতে তৃণমূল ভালো ফল করলেও হিন্দু বুথ গুলোতে তৃণমূল পিছিয়ে পড়ে। আমাদের হিন্দু প্রধান এবং বাকি বুথ গুলোতে ভোট মার্জিন কিছুটা কমে গেছে তবে এ বিষয়ে আমাদের বুথ ভিত্তিক আলোচনা চলছে তাই এ ব্যাপারে আমরা এখনো মতামত দিতে পারবো না দলীয় নিয়ম মেনে।বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের সাংসদ পন্থী প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর বলেন, আমরা নির্দল হলেও তৃণমূল করি।

গত পঞ্চায়েত ভোটে বিধায়কের হাতে টিকিট থাকায় আমরা সাংসদ ঘনিষ্ঠ বলে টিকিট পাইনি। তাই আমরা নির্দল হিসেবে পঞ্চায়েতে লড়াই করে বিধায়কপন্থী তৃণমূলকে বিরোধী রেখে বোর্ড গঠন করি। এরা এই ভোটের প্রচারে তেমনভাবে কোন কাজ করেনি।ভোটের প্রচারে জয়নগর বিধানসভার বিভিন্ন অঞ্চলে বিধায়ক ও সাংসদ একসাথে প্রচারে বের হলেও বহড়ুতে সেভাবে দুজনকে একসঙ্গে প্রচারে অংশ নিতে দেখা যায়নি। আর তার থেকেই আবার বহড়ুতে বিধায়ক ও সাংসদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যার প্রভাব আগামী বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে না তো? সেই প্রশ্নই ঘুরছে রাজনৈতিক মহলে।

দেশ দেশান্তরে

পাকিস্তানে তীব্র গরমে শতাধিক মৃত্যু

সুমন্ত ভৌমিক

পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। আর্দ্রতা বেশি থাকায় আরো বেশি গরম অনুভূত হচ্ছে। লোকজন সাহায্যের জন্য হাসপাতালে ছুটে যাচ্ছেন। করাচির সিভিল হাসপাতালে গত রবিবার থেকে বুধবারের মধ্যে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত ২৬৭ জনকে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জরুরি বিভাগের প্রধান চিকিৎসক ইমরান সারওয়ার শেখ। এদের মধ্যে ১২ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ ঠিক কী তা এখনই বলা সহজ নয়। তবে করাচির তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে রেকর্ড হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তীব্র তাপপ্রবাহে মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে।

ডা. ইমরান সারওয়ার শেখ বলেন, আমরা যাদের হাসপাতালে আসতে দেখছি তাদের বেশির ভাগেরই বয়স ৬০ থেকে ৭০–এর মধ্যে। তবে এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছে যাদের বয়স প্রায় ৪৫ বছর এবং এক দম্পতিও ছিল, যাদের বয়স ৩০ বছরের মধ্যে। তিনি আর বলেন, যারা ঘরের বাইরে কাজ করছেন, তাদের অনেকেই ডায়রিয়া বা তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন, আবার কারো কারো বমি হচ্ছে। লোকজনকে আমরা পরামর্শ দিচ্ছি যে এই তীব্র তাপমাত্রায় প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে এবং হালকা কাপড় পরতে হবে।

দেশটির ইধি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা জানিয়েছে, তারা সাধারণত প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০টি মরদেহ করাচি শহরের মর্গে নিয়ে যায়। তবে গত ছয় দিনে তারা প্রায় ৫৬৮টি মরদেহ সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে শুধু গত মঙ্গলবারই ১৪১টি মরদেহ সংগ্রহ করা হয়েছে। জনসাধারণকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে তাপপ্রবাহ কেন্দ্র এবং ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

বিক্ষোভের পর বর্ধিত কর প্রত্যাহারের ঘোষণা

কেনিয়ায় বিতর্কিত কর বৃদ্ধিসংক্রান্ত আইনের বিলটি প্রত্যাহার করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো। বিক্ষোভের পর বুধবার এ ঘোষণা করেন তিনি। কর আইন বিরোধী এই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মঙ্গলবার ২২ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয় বলে জানা গেছে। কেনিয়ার ন্যাশনাল কমিশন অন হিউম্যান রাইটসের চেয়ারওম্যান রোজলিন ওডেদে বলেন, আমরা ২২ জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করতে যাচ্ছি। তিনি আর বলেন, পুলিশ গুলিতে নাইরোবিতে ১৯ জন মারা গেছে। কেনিয়ায় একটি বিতর্কিত কর বিল পাশ হওয়া নিয়ে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার মানুষ।বিক্ষুব্ধ জনতা দেশটির পার্লামেন্টের ভেতরে ঢুকে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার দুপুর ৩টার দিকে ভাঙচুর করে। তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পার্লামেন্টের ভেতরেই কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চালায় পুলিশ।

জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে রুটো বলেন, এটি স্পষ্ট কেনিয়াবাসীরা এই বিল চায় না। তাই তিনি এই আইনের বিলে স্বাক্ষর করবেন না। রুটো বলেন, যারা এত বড় বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে তাদের সাথে আমি কথা বলব। আমি ২০২৪ ফিনান্স বিলে স্বাক্ষর করব না। এটি পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হবে।

পাঠকের কলমে

সংকটে মাদুর শিল্প

মাদুর তৃণ নির্মিত একপ্রকার আসন। সংস্কৃত মন্দুরা শব্দ থেকে মাদুর কথাটি এসেছে। রকমফেরে মাদুরের অনেক নাম। পাটি, শপ, চাটাই, শীতলপাটি, মছলন্দ, মসলন্দ ইত্যাদি। একসময় অতিথি আপ্যায়নে গৃহস্থের ঘরে প্রথমেই বিছিয়ে দেওয়া হতো মাদুর। তখনকার দিনে শয্যা দ্রব্যের মধ্যে মাদুর ও শীতলপাটির স্থান ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম বাড়ির বিয়েতে এক কথা প্রচলিত ছিল কিছু দাও আর না দাও, বেটি–পাটী দিতেই হবে। পাটী এখানে মাদুর বা শীতলপাটি। গ্রীষ্মের দুপুরে ছায়াঘন গাছের নীচে মাদুর পেতে বসা বা শোওয়ার মেজাজ ছিল আলাদা। বহরে কম লম্বা মাদুরের নাম ছিল শপ। বিভিন্ন কাজের বাড়িতে লম্বা শপে হতো ভোজের আসন। পরে শপ হয় ছোট ছোট। বর্তমানে হারিয়ে গিয়েছে শীতলপাটি। হারিয়ে গিয়েছে শপ। হারিয়ে গিয়েছে ছোট মাদুর নিয়ে অপুর পাঠশালা যাবার ছবি।

দীপংকর মান্না
কলকাতা

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

দিল্লিতে চলছে রাজ্যের আম মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিল্লি : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে গত ১৬ জুন থেকে দিল্লিতে শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আম মেলা এবং বস্ত্র ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী। নতুন দিল্লির হ্যান্ডলুম হাট জনপথে এই মেলা শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত। নানান প্রজাতির আম নিয়ে কৃষকরা এই হাটে উপস্থিত হয়েছেন। দেশ-বিদেশের বহু মানুষ এই প্রদর্শনী দেখছেন এবং আম কিনছেন। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্র ও হস্তশিল্পেরও একটি প্রদর্শনী চলছে।। প্রতিদিন মেলা শুরু হচ্ছে সকাল ১১টায় শেষ হচ্ছে রাত ৮টায়। নতুন দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেসিডেন্ট কমিশনের কার্যালয়ে এই মেলা ঘিরে মানুষের কৌতূহল এখন তুঙ্গে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে থাকছে বাংলার লোকসঙ্গীত ও ঢাক বাদ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে লোকপ্রসার প্রকল্পে বাউল গানে অংশগ্রহণ করছেন প্রখ্যাত বাউল শিল্পী খোকন কর্মকার ও তার সম্প্রদায়।

ইছামতী নদীর

প্রথম পাতার পর

এই অবৈধ নির্মাণ প্রসঙ্গে বনগাঁ। পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ বলেন, 'বিদ্যাধরী ডিভিশনের, অন্তরগত এই ইছামতী নদী। কেন্দ্রিয় সরকারের তরফে এইসব দেখাশুনোর যথেষ্ট গাফিলতি আছে। এভাবে কেন্দ্রিয় সরকারের জমি যে দখল হচ্ছে, তাতে কেন্দ্রের নজরদারির প্রয়োজন আছে। সব বিষয়ে তো পুরসভা আসবেনা। এই ঘটনাটা আমার সময়ে নয়। এটা অনেক দিন আগের ঘটনা। তবু যখম জানলাম, তখন কাগজপত্র কি আছে না আছে খতিয়ে দেখে আইনী পদক্ষেপ নেব'। তবে এবিষয়ে বিদ্যাধরি বিভাগের কোনও আধিকারিকের বক্তব্য বা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সর্বত্র দখল আদালতই ভরসা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন বাধা দানকারীদের কিছুই করতে পারেনি। এমনকি শাসকদলের নেতারা বলেছেন তাদের ক্ষতিপূরণ চাই তবেই তারা এখান থেকে দখল মুক্ত করবেন। যদিও শেষমেষ গত ২৭ জুন কোর্টের সেই নির্দেশ পুলিশ বাস্তবায়িত করে। এ ছাড়াও দক্ষিণ শাখার একাধিক রেল স্টেশনে দখল করে চলছে অবৈধ ব্যবসা। বিশেষ করে বালিগঞ্জ, সন্তোষপুর, আকড়া স্টেশন দিন দিন শপিংমল হয়ে উঠেছে। ট্রেন থেকে নেমে ভালো করে যাত্রীরা স্টেশনে দাঁড়াবার জায়গায় পাচ্ছে না। মাঝেমধ্যেই দক্ষিণ শাখার অনেক স্টেশনে আগুন লেগে গেছে। বালিগঞ্জ স্টেশনে হকার মুক্ত করতে গেলে রেল পুলিশকে স্থানীয় শাসকদলের ইউনিয়নের নেতাদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বারবার রেল পুলিশকে পিছিয়ে আসতে হচ্ছে। বালিগঞ্জ স্টেশন ম্যানেজার জানাচ্ছেন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং মানুষজন যদি সহায়তা না করে তাহলে হকার মুক্ত করা খুবই মুশকিল। এখন দেখার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে পুলিশ প্রশাসন এবং শাসক দল কতটা সহযোগিতা করে যবর দখল মুক্ত করতে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, অবৈধ দখলদারীদের হঠানো হোক তবে তাদের আগে নোটিশ দিতে হবে। সেই সঙ্গে অন্যান্য জায়গার সঙ্গে রাজাবাজার, পার্কসার্কাস, মেটিয়াব্রুজ এলাকাতেও অবৈধ হকারদের উচ্ছেদ করা হোক। যদিও তিনদিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সুর অনেকটাই নরম হয়ে গেছে। তিনি জানিয়েছেন আরো একমাস সময় দেওয়া হচ্ছে হকাররা তাদের সমস্যা আলোচনা করে মিটিয়ে নিন। তিন দিন পর মুখ্যমন্ত্রী জানাচ্ছেন, তিনি হকারদের বিরোধী নন। তাঁর এই কথায় অনেকেই ভাবছেন অবৈধ জবর দখলের সমস্যা বোধ হয় অধরাই রয়ে গেল।

বেহালা সহ সংযুক্ত এলাকার খাজনা মকুব বিশ বাঁও জলে

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে একটা প্রস্তাব জমা দিয়েছি। খাজনা তোলার জন্য যে 'প্রসেস'টা রাজ্যের ভূমি দফতরে আছে, সেটা যাতে কলকাতার ১০১-১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে 'ইমপ্লিমেন্ট না হয়। সমস্ত বিষয়টি ক্যাবিনেটে পাঠানো হয়েছে। শীঘ্রই 'ইমপ্লিমেন্ট হবে। কিন্তু এই এলাকাবাসী এই 'ডাবল ট্যাক্সে'এর ব্যাপারটা থেকে কবে মুক্তি পাবে?

মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম গত ২১ জুনের সভায় বলেন, এটা নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে। তার কারণ 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্টের আওতায় কলকাতা পৌরসংস্থার ১-১০০ নম্বর ওয়ার্ড বাদে গোটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটাই পড়ে। আমাদের যে ছোটও পৌরসভা গুলি ছিল তারা এখন কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কেউ যুক্ত হয়েছে ১৯৮৪ সালে কেউ বা যুক্ত হয়েছে ২০১২ সালে। মহেশতলা বা রাজপুর-সোনারপুর এমন ছোটও পৌরসভায় এখনও এই অ্যাক্টটি জোরালোভাবে প্রযোজ্য রয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থা তার এলাকা থেকে 'সার্ভিস ট্যাক্স সংগ্রহ করে। ব্ল্যাকপট বা হার্টটপ রাস্তা বা পরিস্রুত পানীয় জল বা সাদাসাদা আলো করে দেওয়া হচ্ছে। মূলত এজন্যই এই ট্যাক্সটা। কিন্তু ঠিক যে একটা 'ডাবল ট্যাক্সে'র মতো একটা হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থায় বাস করছি ১৯৮৫ থেকে দীর্ঘ ৪০ বছর। অথচ অন্য সব ছোটো পৌরসভার মতো কলকাতা পৌরসংস্থা সংযোজিত এলাকায় দিতে হচ্ছে 'ডাবল ট্যাক্স'। এতে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিদের মধ্যে একটা চাপ তৈরি হচ্ছে। এটাতে ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের একটা 'অ্যামেনমেন্ট দরকার। এটাতে আমরা ইতিমধ্যেই 'মুভ করেছি। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে ভূমি সংস্কার দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

মহানাগরিক আরও জানান, আমি এ বিষয়ে একটা কথা বলেন আবার ভূমি সংস্কার দফতরের সচিব তার মতো করে অন্য যুক্তি দেখান। এটা নিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে একটা যুক্তিতর্ক চলে। জনপ্রতিনিধি বনাম দফতরের সচিব। জনপ্রতিনিধিরা জনগণের মতো করে কথা বলে আর ওরা দফতরের সচিব আইনের কথা বলে। যেহেতু আইনটাই প্রধান। তাই জনপ্রতিনিধিদের এ বিষয়ে হারতে হয়। তবে আমি চেষ্টা অনবরত জারি রাখবো। যখন আমি ১-১০০ নম্বর ওয়ার্ডে খাজনা নিই না। তখন কলকাতা পৌরসংস্থা ১০১-১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডবাসী সমান ভাবে কলকাতা মানুষের জন্য অধিকার পান। সেটা দেখাটাও মহানাগরিক হিসাবে আমার দায়দায়িত্ব কর্তব্য। এটা আমি দেখবো।

শুরু হল সমীক্ষার কাজ

প্রথম পাতার পর

সেখানে দেখা যাচ্ছে, মুড়িগঙ্গা নদীর উপর বসানো বিদ্যুতের টাওয়ারগুলির সমান্তরালে এই সেতুটি তৈরি হবে। পূর্তদপ্তর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই সেতু তৈরি করতে অন্তত ৪ থেকে ৫ বছর লাগবেই। এই সময়কালে ভেসেল পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয়, তা মাথায় রেখেই পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। তাই জেটিঘাট থেকে দূরে একটি জায়গা চিহ্নিত করে সেখান থেকে সেতুর কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, বহু বছর আগে সমীক্ষা করে লট এইট থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত বিদ্যুতের টাওয়ারগুলি নির্দিষ্ট রুট ধরে বসানো হয়েছে। মোটের উপর ওই পথ ধরেই সেতুটি নিয়ে যাওয়া গেলে বাড়তি পরীক্ষা নিরীক্ষা খুব একটা করতে হবে না। সময় এবং সরকারের খরচ, দু'য়েরই সাশ্রয় হবে। প্রস্তাবিত এই সেতুটির মোট দৈর্ঘ্য হবে ৪.৭৬ কিলোমিটার। ২ টি বাঁক থাকবে সেতুতে। লট এইট এবং কচুবেড়িয়ার দিকে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করতে ১২ একর জমি প্রয়োজন। মুড়িগঙ্গার উপরের অংশ হবে ৩১৬৮ মিটারের। লট এইটের দিকে অ্যাপ্রোচ রোড হবে ৯৩২ মিটার এবং কচুবেড়িয়ার দিকে থাকবে ৬৬০ মিটারের অ্যাপ্রোচ রোড। সেই জমি সরকার কিনে নেবে। এখন তার জন্য সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। মুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক জাহাজ চলাচল করে। আর তাই সেই কথা মাথায় রেখে নদীর জলস্তর থেকে ১২ থেকে ১৩ ফুট উচ্চতায় সেতুটি তৈরি করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। এও জানা গেছে, কল্যাণীর ঈশ্বর গুপ্ত সেতুর যে ধরন, এখানেও ঠিক সেই ধাঁচে সেতু হবে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিভাষায় একে বলে 'পিএসসি সেগমেন্টাল বক্স গার্ডার এক্সট্রা ডোজড ব্রিজ'। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সেতুর কাঠামো সেতুর মূল গার্ডারের শক্তি বৃদ্ধি করবে। নদীর উপর দুটি পিলারের মাঝে ১৫০ মিটারের তফাৎ থাকার কথা রয়েছে। মূল ২ লাইনের সঙ্গে থাকবে একটি রিকভারি লেনও। অর্থাৎ, ৩ লাইনের ক্যারিয়েজওয়ে থাকবে এই সেতুতে। সূত্রের খবর, রাইটসকে এই প্রকল্পের ডিপিআর তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য পূর্ত দপ্তরের তরফে। যার শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে।তবে প্রকল্পের খরচ অনেকটাই বাড়ছে বলেই জানা গিয়েছে।আগে এই সেতুর নির্মাণ খরচ বাবদ ১২০০ কোটি টাকাধরা হলেও,বর্তমান হিসাবঅনুযায়ী এর খরচ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা।যার সম্পূর্ণটাই দেওয়া হবে রাজ্যের কোষাগারথেকে।ইতিমধ্যে, দ: ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসনের তরফে দুপারেই জমি কেনার কাজ ও শুরু হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার চাইছে পুজোর আগেই এই সেতুর শিলান্যাসের কাজটা সেরে ফেলতে। সেই মতো প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এই সেতু তৈরি হয়ে গেলে সুন্দরবনের আরও একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ(সাগর দ্বীপ) সড়কপথে জুড়ে যাবে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে। শুধু তাই নয়, কলকাতা থেকে গাড়ি করেই তখন সরাসরি পৌঁছনো যাবে কপিল মুনির আশ্রমে। সুবিধা পাবেন গোটা দেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। গঙ্গাসাগর মেলা আরও জমজমাট হয়ে যাবে। ইতিপূর্বে এভাবে সেতুর মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ পাথরপ্রতিমা, ক্যানিং-বাসন্তী,কুলতলি মৈপীঠের মতো বিভিন্ন এলাকা। এব্যাপারে সাগরের বিধায়ক তথা রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন,রাজ্য সরকার তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিলে কথা রাখতে জানে। কেন্দ্রকে এতবার বলার পরে ও এই সেতু নির্মাণে তাঁরা এগিয়ে এলো না।আমাদের রাজ্য সরকার তাই সেই কাজ করে দেখিয়ে দিতে চলেছে। আর এই সেতু তৈরি হচ্ছে জেনে খুশি সাগরের মানুষ। এই সেতু তৈরি হলে পর্যটনে আলাদা মাত্রা এনে দেবে এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ গঙ্গাসাগর।

টোটো চোরের গ্যাংকে ধরলো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ২৭ জুন রাতে বাসন্তী থানার বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ৮ জনের টোটো গাড়ি চোরের দলকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর বেশ কয়েকমাস ধরে বাসন্তীর বিভিন্ন এলাকায় টোটো চুরির অভিযোগ। ধৃতদের শুক্রবার আলিপুর আদালতে নিয়ে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরো কিছু গাড়ি উদ্ধার করা যাবে এবং এই ঘটনার সঙ্গে আরো কারা কারা যুক্ত আছে তা পরিষ্কার হওয়া যাবে বলে মনে করছে বাসন্তি থানার পুলিশ।

বাংলায় নতুন করে

প্রথম পাতার পর

হাবিবুল্লা কম্পিউটার সায়েন্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তার সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ ছিল হারেজের এমনটাই জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। এই সংগঠন আলকায়েদার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে বলে জানা যায়। এখন পুলিশ জানতে চাইছে এই দুই অভিযুক্ত জঙ্গি পশ্চিমবঙ্গে কোন হামলার ছক করছিল কিনা তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। যেভাবে নতুন করে জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা রাজ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগ বাড়িয়েছে গোয়েন্দাদের।

প্রসূতির মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞেস করলে ডাক্তারবাবু বলেন, আপনার বোনের হার্টের সমস্যা ছিল যার কারণে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তাপস বাবুর দাবি এক বছর যাবত সাঁতরাবাবু তার বোনকে চিকিৎসা করছে কোন সময় হার্টের সমস্যা রয়েছে বলে জানাননি। যতক্ষণ না এর সদুত্তর পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই বিক্ষোভ চলবে। দরকার পড়লে এই সাগর গ্রামীণ হসপিটাল ও ভেঙে তছনছ করে দেওয়ার হুমকিও দেন তিনি। তারপরেই দীর্ঘক্ষণ প্রসূতি পরিবারের লোকজন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। অবশেষে সাগর থানার পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে।

তারাতলায় ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ কি সত্যিই বন্ধ হচ্ছে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, তারাতলা: ১৯৪৭ সালে তৈরি হওয়া কলকাতায় তারাতলার কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এর ১১ একর জমিতে গড়ে উঠেছিল ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ। সুনামের সঙ্গে দীর্ঘদিন চলছিল এই কোম্পানির ব্যবসা। হঠাৎ করে খবরের শিরোনামে চলে আসে যে, ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে গত মে মাসে। এমনকি জুন মাস থেকেই এদের কর্মচারীদের ভিআরএস দেয়া শুরু হয়। জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই স্থায়ী ১২২ জন কর্মচারী তাদের ভিআরএস গ্রহণ করেছেন। অস্থায়ী আড়াইশো জন কর্মচারীদের নিয়ে আলোচনা চলছে। আরো জানা যায় কোম্পানির ম্যানেজিং কমিটি ঠিক করেছে, যেহেতু দীর্ঘদিনের যন্ত্রপাতি দ্বারা এখানে বিস্কুট উৎপাদন হতো, তাই আগের মতো আর উৎপাদন বেশি হচ্ছিল না। তাই পুরনো কোম্পানিগুলো বন্ধ করে নতুন প্রজেক্ট শুরু করার কথা ভাবে ম্যানেজিং কমিটি। সেই মোতাবেক তারাতলার যে ইউনিটটি সেটি উড়িষ্যায় চলে যাবার কথা। যদিও কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের সঙ্গে যে জমি লিজ নেওয়া আছে তা এখনো ২৪ বছর বাকি আছে। তাহলে হঠাৎ করে ম্যানেজিং কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিতে গেল কেন? এই নিয়ে বাড়ছে কৌতুহল। ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ বন্ধের খবরে অনেকেই হতাশ। রাজ্যে যখন নতুন করে শিল্প হচ্ছে না তখন একটা চলতি শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেকেই উদ্বিগ্ন। এই ইন্ডাস্ট্রিজ লাগুয়া ছোট ছোট দোকানদার গুলির মালিকরাও হতাশ। কারণ তাদেরও এখন রুটি রোজগারের সমস্যা হবে। তবে ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ বন্ধ কি বন্ধ নয় সে নিয়ে একটা আবার নতুন করে আলোচনা বা গুঞ্জন শুরু হয়েছে সর্বত্র। ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ ম্যানেজিং কমিটি একজন কর্ণধার জানিয়েছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে তারা নাকি কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছেন না। তবে তারাতলা ইউনিটটি চলবে কিনা সে প্রসঙ্গ খোলোসা করেননি। আবার তারাতলা ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজের আইএনটিটিইউসির সেক্রেটারি অভিজিৎ মুখার্জি এই প্রসঙ্গে বলেন, কে বলল তারাতলা ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ বন্ধ হয়ে গেছে? যারা অবসরকালীন টাকা নিয়েছেন তাদের ব্যাপারটা আলাদা। তাদের বাদ দিয়েই আবার নতুন করে উৎপাদন শুরু করবে ম্যানেজিং কমিটি খুব শীঘ্রই। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, তাহলে কি নতুন করে কর্মচারী নেয়া হবে? সে প্রশ্নে তিনি জানান, সেটা ম্যানেজিং কমিটি ঠিক করবে। তারাতলায় ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ ছিল এবং থাকবে।

চন্দননগরে গ্রেপ্তার ভুয়ো আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরণে সাদা জামা, কালো প্যান্ট, প্রতিদিন সকাল হলেই তাঁকে দেখা যায় চন্দননগর আদালত চত্বরে। তাঁকে এলাকার লোকজন জুনিয়র আইনজীবী হিসেবেই চিনতেন। এবার তাঁকেই গ্রেফতার করে আদালতে তুলল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আসলে নাকি ওই যুবক আইনজীবীই নন।

ধৃতের নাম শেখ সাহিল ওরফে আলম খান। ধৃত অবশ্য 'শেখ সাহিল' পরিচয় ব্যবহার করতো আদালতে, কিন্তু তার আধার কার্ডে আসল নাম আলম খান, পিতা রাজেন খান। বাড়ি চন্দননগরে উর্দিবাজার এলাকায় কুটির মাঠে। মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে চন্দননগর থানার পুলিশ। তথ্য অনুসন্ধান করে পাওয়া গেছে, নিজে একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছিল ওই যুবক। সেখানেই তিনি নিজেকে "জুনিয়র লইয়ার" চুঁচুড়া আদালত এবং চন্দননগর আদালতের বলে পরিচয় দেন। চন্দননগর আদালতে বিচারের জন্য যে সমস্ত সাধারণ মানুষরা যেতেন, তাঁদের এই পরিচয় দিতেন শেখ সাহিল ওরফে আলম খান। কিছুদিন আগে, চন্দননগর আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের নজরে আসে বিষয়টি। বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে চন্দননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় শেখ সাহিল ওরফে আলম খানের বিরুদ্ধে।

অভিযুক্ত সাহিল ওরফে আলম খানকে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে প্রথমে আটক করে। এরপর যথাযথ আইনজীবীর পরিচয়পত্র দেখাতে না পারায় তাঁকে চন্দননগর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বুধবার তাকে আদালতে পেশ করা হলে কোনও আইনজীবী তার হয়ে সওয়াল করেননি। চন্দননগর আদালতের অতিরিক্ত বিচারবিভাগীয় আদালতের বিচারক সাহিলকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ফলে আপাতত শ্রীঘরে ঠাঁই হয়েছে ভুয়ো আইনজীবী শেখ সাহিল ওরফে আলম খানের।

শেখ সাহিল সম্পর্কে আরও বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে, যা এক রোমহর্ষক কাহিনী। ধৃত শেখ সাহিল ওরফে আলম খান আদালতের অনেক কাগজে আইনজীবী হিসেবে স্বাক্ষর করতো। এখানেই শেষ নয়, গত বছর গ্রেপ্তার হওয়া ধৃত আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তীর বিশেষ সাগরেদ ও মুহুরী এই শেখ সাহিল ওরফে আলম খান। গত বছর, চন্দননগর থানায় আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী নিজেই একটি মিথ্যা 'খুনের চেষ্টার' মামলা দায়ের করেন, যার নং Chandannagar PS Case 73/23 Date: 21/04/2023। এই মামলাতে উজ্জ্বল চক্রবর্তীর হয়ে সাক্ষী হিসেবে ছিলেন ধৃত শেখ সাহিল ওরফে আলম খান। উজ্জ্বল চক্রবর্তীর আরেক সাগরেদ রয়েছে, যিনি ও নিজেকে তার 'জুনিয়র' হিসেবে পরিচয় দেয়। এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন, এই মুহুরিরা কি করে আইনজীবীর 'জুনিয়র' হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে? এই সমস্ত "আইনের ব্যাপারীদের" জন্য আইনজীবী মহলে এবং আদালতের গড়িমা নষ্ট হচ্ছে না? এই অপরাধচক্রের শেষ কোথায়? চন্দননগর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে, শেখ সাহিল ওরফে আলম খান আরও কোন কোন আইনজীবীর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক ছিল? এবং কোন কোন মিথ্যা মামলা দিয়ে নিরীহ মানুষদের ফাঁসিয়ে জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে? এছাড়াও আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তীর কোন কোন মিথ্যা মামলার সাক্ষী শেখ সাহিল ওরফের আলম খান সেটাও এখন বড় রহস্যের দানা বেঁধেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

বিভিন্ন শপিংমলে হানা ফায়ার সার্ভিসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: আগুন নিয়ন্ত্রণে তৎপর দমকল। ডায়মন্ড হারবারে বিভিন্ন শোরুমে নজরদারিতে দমকল কর্মীরা। রবিবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা এলাকার বিভিন্ন জায়গার শোরুমগুলিতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে দমকল কর্মীদের নিয়ে নজরদারি চালান ডায়মন্ড হারবার ফায়ার স্টেশনের ওসি মিন্টু ঘোষ। পাশাপাশি তিনি বলেন, সম্প্রতি দমকল বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এলাকার বিভিন্ন শোরুম গুলিতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য। সেজন্যই রবিবার ডায়মন্ড হারবারের একাধিক শোরুমে নজরদারি চালানো হয়। যে সমস্ত শোরুমগুলিতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নেই তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির কার্যালয়ে তালা লাগালো বিজেপির কর্মী সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : গত ১৮ জুন বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের আমতলার জেলা কার্যালয়ে ভোট পরবর্তী হিংসায় ঘরছাড়াদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। যদিও ওই কার্যালয়ে দু-একজন ঘর ছাড়া মানুষজন ছাড়া কেউ ছিলনা। বিজেপির কিছু নেতা কর্মী ওইখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল আলতাবেড়িয়া গ্রামের দিকে রওনা দেন। যাবার পথে আমতলা-বারুইপুর রোডে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসের কার্যালয়ে মঞ্জুশ্রী ভিলার সামনে বেশকিছু বিজেপিকর্মী সমর্থক উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের গাড়ির সামনে তারা দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন মঞ্জুশ্রী ভিলায় প্রায় শতাধিক ঘর ছাড়া মানুষ দীর্ঘদিন ধরে আছেন, তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে কথা বলতে হবে। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব তার গাড়ি থামিয়ে বিক্ষোভরত মানুষদের কথা শোনার চেষ্টা করেন। অনিতা মান্না নামে এক বিজেপি নেত্রী বলেন, জেলা সভাপতি অভিজিৎ সরদার তাদের কোনও খোঁজ নেয়নি। প্রতিনিধি দল গাড়ি থেকে না নেমে অন্যত্র চলে যান। এরপর জেলা অফিসে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এমনকী বিজেপির কর্মী সমর্থকরা নিজেদেরই কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দেয়। পরে জেলা সভাপতি

অভিজিৎ সরদার দপ্তরের তালা ভেঙে বিজেপি নেতাদের উদ্ধার করেন।

প্রসঙ্গত ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই নিজেদের দলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে বারবার এসেছে। জেলা সভাপতি অভিজিৎ সর্দারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। তাকে সেভাবে ভোটের আগে বা ভোটের পরে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসের বাড়িতেই ঘরছাড়া মানুষজন প্রায় কুড়ি বাইশ দিন ধরে আছেন। সেখানে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ আক্রান্ত মানুষদের সঙ্গে দেখা করে গেছেন। ১৮ জুন বিজেপি রাজ্য দপ্তর থেকে একটি চিঠি দিয়ে অভিজিৎ দাসকে জানানো হয়, দল বিরোধী কাজের জন্য তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল। এবং ৭দিনের মধ্যে শো'কজ নোটিশের উত্তরও দিতে হবে। যদিও অভিজিৎ দাস বলেছেন, তিনি কোনও চিঠি পাননি বা চিঠি বাইরে প্রকাশিত হল কী করে। তিনি কারো নাম না করে বলেন, কয়লা চুরি গরু চুরির টাকা আমাদের দলের অন্য কোনও নেতাদের কাছে গেছে কিনা সেটাও তদন্ত করে দেখা দরকার। তবে ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার যা অবস্থা তা দেখে এখন শাসকদলের মুখে চওড়া হাসি। অভিষেক ব্যানার্জি এই কেন্দ্র থেকে যে সাত লক্ষেরও বেশি ভোটে জিতেছেন, তার অন্যতম কারণ হল বিজেপির অন্দরের ছন্নছাড়া অবস্থা। আগামী দিনে এই লোকসভা কেন্দ্রে যদি বিজেপি সাংগঠনিকভাবে গুরুত্ব না দেয় তাহলে শাসক তৃণমূলের সঙ্গে কোনদিনই তারা টক্কর দিতে পারবে না।

সরশুনায় রক্তদান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ জুন OAR(Our Association of Remedy) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সরশুনার ক্ষনিক মিলন ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত হল এক দিনের রক্তদান কর্মসূচি। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৮১ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে অংশ হিসেবে ছিল : সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা, বৃক্ষ রোপণ ও বৃক্ষ দান উৎসব এলাকার ১৯ জন মোধাবী ও দুস্থ শিক্ষার্থী দের বিশেষ সম্মান প্রদান ও শিক্ষা উপকরন বিতরন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উপস্থিত এবং সাধার মানুষের অংশ গ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ১৬ নং বরোর চেয়ারম্যান সুদীপ পোল্লে, পুরপিতা ঘনশ্রী বাগ, পুরমাতা মালবিকা বৈদ্য, অঞ্জন দাস, নীহার ভক্ত প্রমূখ।

এভাবেই দূষিত হচ্ছে গঙ্গা জল

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : গঙ্গা জল দূষণ মুক্ত করতে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে ঠিকই কিন্তু গঙ্গা জল দূষণ মুক্ত হয়েছে কি? এ প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আমজনতার মুখে মুখে। গঙ্গার জল নিত্য ব্যবহার করা ছাড়াও গঙ্গার এই পবিত্র জল পুজোর জন্য ব্যবহার করা হয়। আবার সেই জল পূজার চরণামৃত হিসাবে আমরা গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু তা কতটা পবিত্র, কতটা স্বচ্ছ কতটা দূষণ মুক্ত এ প্রশ্ন তো রয়েই যায়। বিভিন্ন কলকারখানার বর্জ্য ছোট ছোট খাল দিয়ে দিনের পর দিন মিশছে গঙ্গায়। হাওড়া হাঁসখালি পুলের নিচে দিয়ে (হাওড়া আন্দুল রোডে) বয়ে গেছে একটি খাল। এই খালের জলে বিভিন্ন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ মিশে হাওড়া সালিমার হয়ে গঙ্গায় মিশছে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এভাবেই দূষিত জল মিশছে গঙ্গায়। প্রশাসন নির্বিকার। আর গঙ্গা জলে দূষণ ছড়িয়ে পড়েছে। পবিত্র এই গঙ্গা জল রক্ষায় সরকারি ভূমিকা খুবই উদ্বেগের বলে মনে করছে আমজনতা।

মহানগরে

কালিকাপুরে জলের সমস্যা মিটবে গড়িয়া–জয়হিন্দ প্রকল্পের পর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমানে এই প্রখর দাবদাহে যাদবপুর এলাকার ১২ নম্বর বরোর অন্তর্গত ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডের মণ্ডল পাড়া, মহেন্দ্র মণ্ডল রোড, হসপিটাল রোড এবং কালিকাপুর সংলগ্ন অঞ্চলে ব্যাপক হারে জলের অভাব দেখা যাচ্ছে। এর ফলে এই অঞ্চলের মানুষ তীব্র জলকষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন। এ অভিযোগ করেছে স্থানীয় ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অরিজিৎ দাস ঠাকুর। এই পরিস্থিতিতে কালিকাপুরস্থিত যে মাতঙ্গিনী সাব হেল্‌থ সেন্টার রয়েছে এখানে বহুবছর যাবৎ অব্যবহৃত পরিত্যক্ত জমিতে জলাধার নির্মাণ করার জন্য জমির হস্তান্তরের কাগজপত্র রাজ্য সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। মহানাগরিক প্রস্তাবটি অনুমোদন করে ছিলেন। সেই মতো কলকাতা পৌরসংস্থার তরফ থেকে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরকে সমস্ত কাগজপত্র পাঠানো হয়। স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে আমার একাধিকবার মিটিংও হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের সচিব সম্মত হয়েছেন, ওখানে কলকাতা পৌরসংস্থার জন্য জলাধার তৈরি করার অনুমতি দেবেন বলে। সেই হস্তান্তরের শেষ অনুমোদন এখন রাজ্যের মুখ্য সচিবের কাছে রয়েছে। এই জলাধার হলে এলাকার মানুষ সত্যিই উপকৃত হবে। সেইসূত্রে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির বক্তব্য, মহানাগরিকের উদ্যোগে এখানে একটি জলাধার প্রকল্পের হস্তান্তরের এনওসি যাতে দ্রুততার সঙ্গে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আদায় হয়। এ বিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এ বিষয়টি বহুদিন ধরেই চলছে। তবে ওখানে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের নেটওয়ার্ক যেটা গড়িয়ায় এবং জয়হিন্দে হচ্ছে। এখানে এইসব শোধনাগার গুলি হয়ে গেলে এখানে পানীয় জলের সুফল পাওয়া যাবে। যাতে এই বুস্টার পাম্পিং স্টেশন দ্রুততার সঙ্গে হয়, তা দেখা হবে।

তবে কলকাতায় পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব নেই। অপচয় আছে। তবে অনেকটা রোধ হয়েছে। এতো গরম গেল 'ক্রাইসিস কোথায়? আগে যেরকম অভাব ছিল, এখন সেরকম নেই। অনেকটা জায়গা ঠিক হয়েছে। জল উৎপাদন বাড়ানোর প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। তবে 'ইউজ অফ আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার একেবারে 'জিরো করা হবে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান।

পরিবেশপ্রেমীদের জন্যই কলকাতায় গাছ উপড়ে যাচ্ছে : ফিরহাদ হাকিম

বরুণ মণ্ডল : অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কলকাতা শহরে সামান্য গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ায় বা একটা সাধারণ হাওয়ায় কলকাতা পৌর এলাকার বড়ো বড়ো গাছ গুলি সময়ে অসময়ে পড়ে যাচ্ছে। যাতে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থা ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দের বক্তব্য, ঝোড়ো হাওয়ায় পড়ে যাওয়া ওই সমস্ত গাছগুলিকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে গাছগুলির সঠিক পরিচর্যার প্রয়োজন। এই বিষয়ে বটানিস্ট"দের সুপরামর্শ অনুযায়ী একটি রূপরেখা তৈরি করার প্রয়োজনীয় সময় এসেছে। কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর কর্তৃপক্ষের কী এই বিষয়ে বিশেষ কোনও ভাবনাচিন্তা রয়েছে?

এবিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, সামান্য হাওয়াতে গাছ পড়ে যাওয়া বিষয়ে একটা ভাবনাচিন্তা করা হয়েছে। যাঁরা এ বিষয় এক্সপার্ট তাঁদের নিয়ে কিছু কিছু সমস্যা এবং সেগুলির কীভাবে সমাধান হবে, তা ভাবা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে তীব্র গরমের ফলে অপর্যাপ্ত বৃষ্টির জন্য মাটির তলার জলের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এই জল কমে গেলে, গাছের শিকড়ের সঙ্গে মাটির যে বন্ধন সেটা আলগা হয়ে যায়। মাটির ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। মাটির ও গাছের শিকড়ের বন্ধন খুব সহজে দুর্বল হয়ে পড়ে। আরেকটা হচ্ছে, কলকাতা শহরের ফুটপাতের ওপর গাছের শিকড় মাটির পরিমাণ কম হওয়ায় তাদের মূলের বৃদ্ধি খুবই কম। সেজন্য কলকাতা শহরের ফুটপাতের গাছগুলি অল্প হাওয়াতেই পড়ে যাচ্ছে। আর কলকাতায় বহুদিন যাবৎ কৃষ্ণচূড়া ও রাধাচূড়া ইত্যাদি গাছ ব্যাপক হারে লাগানো হয়েছে। এইসব গাছের শিকড় খুবই দুর্বল। ফলে অল্প ঝড়েই কৃষ্ণচূড়া ও রাধাচূড়া গাছগুলি পড়ে যাচ্ছে। এইসব বিষয়কে প্রতিরোধে কলকাতা পৌরসংস্থা বেশকিছু বছর আগে ওইসব গাছ গুলির তলায় গাছের গুঁড়ির কিছুটা দূর থেকে গাঁথুনির কাজ করে দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বাস্তববুদ্ধিশুদ্ধিহীন কিছু পরিবেশপ্রেমী গাছের গোড়ায় ইটের গাঁথুনি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে যায়। তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টকে বিভ্রান্ত করে, কোর্টকে দিয়ে ওই ইটের গাঁথুনি ভাঙার নির্দেশ জারি করে। আর কলকাতা পৌরসংস্থা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশানুযায়ী ওয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট গাছের গোড়ার ইটের বাঁধন ভেঙে দেয়। ফলে ওই ইটের গাঁথুনির বাঁধন ভেঙে ফেলার ফলেই আমফান নামক সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে কলকাতা শহরের কয়েক হাজার বড়ো গাছের গোড়া উপরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এছাড়াও মাটিতে বসবাসকারী বিবিধ কীটপতঙ্গ ইঁদুর খুব সহজে গাছের মূলের চারপাশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে মাটি ও গাছের শিকড়ের বাঁধন দুর্বল করে দেয়। এছাড়াও গাছের কান্ডে পেরেক পোঁতা, পোকা লাগা, অপরিসরভাবে ছেঁটে ফেলা, এল ই ডি আলো লাগানো এসবও চলতে থাকে।

এসবের জন্য এবার সিদ্ধান্ত হয়েছে, এবার থেকে কলকাতায় দেবদারু গাছ লাগানো হবে। এই গাছ গুলিকে ১০– ১২ ফুটের বেশি লম্বা হতে দেবো না। ছেঁটেছেঁটে ১৫ ফুট উচ্চতা করে রেখে দেওয়া হবে। এছাড়া কলকাতা শহরে বেশিবেশি করে নিম গাছ লাগানো হবে। পোকামাকড়রা নিমের পাতা বা শিকড় খেতে পারে না। প্রচন্ড তেতো হওয়ার জন্য। এবং পরিকল্পনা হয়েছে, যেসব গাছের শিকড় খুবই শক্ত, সেইসব গাছ গুলিকে রাস্তার ধারে লাগানো হবে। যেহেতু গাছের শিকড় মাটির নিচে বিভিন্ন কংক্রিট নির্মাণের ফলে ঠিক মতো বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু দেবদারু গাছের শিকড় সোজাসুজি মাটির অনেক নিচে প্রবেশ করতে পারে। তা–ই কলকাতা শহরে এবার থেকে এই দেবদারু গাছ লাগানো হবে। এছাড়াও পরিকল্পনা আছে হুগলি নদীর দু"ধারে গাছ লাগানো ও ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনে জায়গা থাকলে গাছ লাগানো। খালের দু"ধারে গাছ লাগানো। কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যানে আরও বেশি করে নিম গাছ লাগানো। যাতে বিশুদ্ধ হাওয়া বেশি করে পাওয়া যায়। এই কাজ গুলি চলছে। একটা রূপরেখা তৈরি হয়েছে। বিশ্বরূপ দে"র করা এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। এতে কলকাতার এয়ার কোয়ালিটি আগের খারাপ অবস্থা থেকে অনেকটা উন্নত হবে। আমফান নামক ঘূর্ণিঝড়ের পরে কলকাতার সর্বত্র প্রায় ১৫ হাজার গাছ লাগানো হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় কলকাতা শহরের যেখানে পাওয়া গিয়েছে, সেখানেই 'আর্বান ফরেস্ট্রি তৈরি করা হয়েছে। ফলে কলকাতার 'এয়ার কোয়ালিটি আগের চেয়ে অনেকটা ভালো। এভাবে যদি আরও গাছ লাগানো হতে থাকে এবং কলকাতার বোস ইনস্টিটিউট থেকে অধ্যাপক অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় এখন কলকাতা পৌরসংস্থাকে নির্দেশ দিচ্ছে, কলকাতার কোথায় কোথায় গাছ লাগানো হবে। তাঁদের রেকমেন্ডেশনে কলকাতায় ৭০ শতাংশ গাছ লাগানো হয়ে গিয়েছে। আর ৩০ শতাংশ গাছ লাগানো হবে। আমরা এ কাজটা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বার্তা

ভগ্নাদশা : ভগ্নাদশায় বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে অবস্থিত জাম্বুনী যাত্রী প্রতীক্ষালয়। চারপাশে গজিয়ে উঠেছে আগাছা। **ছবি : অভীক মিত্র**

হয়রানি : কালীঘাট মন্দিরের সামনে চলছে ফের খোড়াখুড়ির কাজ। ভোগান্তি তীর্থযাত্রীদের। **ছবি : সুমন সরদার**

দখল : হাজরা রোডের একাংশ রাজনীতির দখলে। **ছবি : অরুণ লোধ**

ভবঘুরেদের এবার নাইট শেল্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাতের কলকাতার ফুটপাথে ভবঘুরে মুক্ত করতে ২৭ জুন কলকাতা পৌরসংস্থায় বৈঠক হয়। ভবঘুরেরা রাতের বেলা মহানগরের ফুটপাথ জুড়ে শুয়ে থাকেন। সম্প্রতি মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বালিগঞ্জের ফুটপাথ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। রাতের কলকাতার ফুটপাথ দুঃস্থ গৃহহীনদের ভিড়। এদিন কলকাতা পৌরসংস্থার মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দুঃস্থ ও গৃহহীনদের সরিয়ে রাতের ফুটপাথ মুক্ত করতে চায় কলকাতা পৌরসংস্থা। বালিগঞ্জের একাধিক এলাকায় রাতেরবেলা ফুটপাথ বেদখল হয়ে যাচ্ছে। এটা নিয়ে ভাবনায় ফেলেছে কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজকল্যাণ দপ্তরকে। এদিন কলকাতা পুলিশের আধিকারিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হয়েছে, ফুটপাথে আর কোনও গৃহহীন, দুঃস্থ ও কাগজ কুড়ানি থাকবে না। কলকাতার একাধিক এলাকায় ১১টি নাইট শেল্টার বা 'আশ্রম নামক ভবন রয়েছে। কাগজ কুড়ানিদের রাতের বেলা ওখানে থাকতে হবে। শারদোৎসবের আগে আরও দু"টি 'নাইট শেল্টার তৈরি করা হবে। একটি হবে টালিগঞ্জের গান্ধী কলোনি এলাকায় আর অন্যটি হবে একেবারে উত্তর কলকাতায় মুরারিপুকুর নামক এলাকায়। কর্মক্ষম নন এবং ভবঘুরেদের, শারীরিক প্রতিবন্ধী এমন ভবঘুরেদের ফুটপাথ থেকে তুলে এই নাইট শেল্টারে আশ্রয় দেওয়া হবে। ফলে রাতের কলকাতার ফুটপাথ দখল মুক্ত হবে।

শেষ হল ১৫ দিনের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুরু হয়েছিল ৭ জুন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২২জুন শেষ হল আলিপুর বার্তা ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির ১৫ দিনের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম। বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন–এর ইতিহাস বিভাগের ৩৩ জন ছাত্রীর মধ্যে ১৭ জন 'মাস মিডিয়া' এবং ১৬ জন 'এনজিও ম্যানেজমেন্ট' ইন্টার্নশিপে অংশ নেয়। দুটি ক্লাসই প্রতিদিন একই সময়ে পাশাপাশি আয়োজিত হয় দক্ষিণ কলকাতায় চেতলার হিন্দ সংঘ বিবেকানন্দ ও নেতাজি হলে। ফ্যাকাল্টি হিসাবে অংশ নেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি আধিকারিকবৃন্দ, বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের পদাধিকারী, আইনজীবী ও নানা সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক, প্রোগ্রামররা। এছাড়াও ছিল মাঠে নেমে স্থানীয় সমস্যার সংবাদ সংগ্রহ, ইন্টারভিউ নেওয়া, সামাজিক প্রকল্প রচনা এবং সমাজসেবী সংগঠন পরিদর্শন। শেষদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকাদ্বয় ড. ইন্দ্রানী ঘোষ ও ড. উষশী কুন্ডু দে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সঞ্জিত জোতদার, আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টের কিউরেটর ড. দীপক বড়পন্ডা ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট সৌমেন গাঙ্গুলি, আলিপুর বার্তার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরী, বার্তা সম্পাদক তথা প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর প্রিয়ম গুহ, চিত্র সাংবাদিক অরুণ লোধ, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সভাপতি তথা কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের আইনজীবী কল্লোল গুহঠাকুরতা, সাধারণ সম্পাদক তথা দেশলোক পত্রিকার সম্পাদক প্রণব গুহ, বিবেকানন্দ কলেজ অফ উইমেনের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. অরবিন্দ মন্ডল, অধ্যাপিকা ছন্দা বসাক ব্যানার্জী, অজন্তা সেনগুপ্ত এবং আলিপুর বার্তা ও হিন্দ সংঘের সদস্য ও কর্মীবৃন্দ। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও আবৃত্তি, সঙ্গীত, নাটক পরিবেশন করেন অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা।

টেকসই উন্নয়নের হাতিয়ার এমএসএমই

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ দিবস উপলক্ষে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ২৭ জুন ২০২৪। এমএসএমই–র শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন শীর্ষক। ওই আলোচনায় স্বাগত ভাষণ রাখেন বণিক সভার সদ্যপূর্বতন সভাপতি রিসভ সি কোঠারি। তিনি বললেন এমএসএমই ৩০ শতাংশ ভারতের জিডিপিতে অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছরে এমএসএমই বৃদ্ধি পেয়েছে, ভারতে এখন দ্বিতীয়। নেপালি চেম্বার অফ কমার্সের সহ সভাপতি হেমরাজ ঢাকাল বণিক মহলে বলেন নেপালের সাঙ্গে ব্যবসা করতে কোন সীমা নেই সহজ উপায়ে ব্যবসা করতে পারা যায়। বাংলাদেশের সাঙ্গে ব্যবসায়ীক সূত্র এই বিষয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কারণে সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে জানান, ভারত বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

আব্দুল মাতলুব আহমেদ। শ্রীলঙ্কার ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি খারথি মুনাওয়ারডানে বলেন, তাদের দেশ এইএমএসএমই–র উপর দাঁড়িয়ে ভারতের সাঙ্গে ব্যবসা বৃদ্ধি করতে তারা ইচ্ছুক। এ ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিডবির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুদত্তা মণ্ডল। এরপর এমএসএমই রপ্তানি নিয়ে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড কলকাতার অমিত কুমার। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ রপ্তানিতে শীর্ষে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বণিক সভার এমএসএমই বিভাগের কো চেয়ারম্যান অখিল সনথালিয়া।

৭৫ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটের (ISI) আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান শিক্ষা কেন্দ্রের (ISEC) ৭৫ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হল ইনস্টিটিউটের প্ল্যাটিনাম জুবিলি অডিটোরিয়ামে। এই অনুষ্ঠানে, প্রথম বিশিষ্ট অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেড, কলকাতা এবং অনারারি প্রফেসর, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স, কলকাতার প্রফেসর সুগত মারজিত সমাবর্তন বক্তৃতা করেন।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন, চেয়ারম্যান বোর্ড অব ডিরেক্টরস, আইএসইসির অধ্যাপক এস.পি. মুখার্জি। ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর অধ্যাপক ড. সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিপ্লোমা প্রদান করেন। বার্ষিক পর্যালোচনা প্রকাশ করেন আইএসইসির সদস্য–সচিব ড. জাফর আনিস।

এ উপলক্ষে ১৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে পরিসংখ্যান তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিষয়ে ১০ মাসের ডিপ্লোমা কোর্সে ভূষিত করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা হলেন বুরুন্ডি, বাংলাদেশ, বতসোয়ানা, কঙ্গো, ইথিওপিয়া, ফিজি, গাম্বিয়া, আইভরি কোস্ট, কেনিয়া, মাদাগাস্কার এবং মালাউই। বর্তমানে কোর্সটি ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো–অপারেশন (ITEC) প্রোগ্রাম, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকারের সহযোগিতায় ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল এডুকেশন সেন্টার (ISEC) দ্বারা অফার করা হয়। কেন্দ্র মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া, দূরপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার কমনওয়েলথ দেশগুলি থেকে নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন স্তরে তাত্ত্বিক এবং ফলিত পরিসংখ্যানের নিয়মিত এবং বিশেষ কোর্স সরবরাহ করে। বেশিরভাগ প্রার্থীই জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস এবং অন্যান্য সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা বা উপরোক্ত দেশের আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবসায়িক সংস্থার কর্মকর্তা। এখন পর্যন্ত, ৮৫ টিরও বেশি দেশ থেকে আনুমানিক ১৭১৪ প্রশিক্ষণার্থী এই কোর্সে অংশ নিয়েছেন এবং এই ডিপ্লোমা পেয়েছেন

এখানে ওখানে

চুঁচুড়া জোড়াঘাটের বাড়িতেই লেখা হয়েছিল বন্দেমাতরম

মলয় সুর

গঙ্গার একেবারে পাশে শহরের জোড়াঘাট এলাকায় ডাচদের স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত ছোট্ট সাদা বাড়িতেই 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল মন্ত্র বন্দেমাতরম সৃষ্টির ইতিহাস এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এছাড়াও আনন্দমঠ, কৃষ্ণকান্তের উইলের মতো কালজয়ী উপন্যাসের জন্ম হয়েছিল এই বাড়িতে। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে সেই ইতিহাস তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছিলেন একদল শিল্পী। ফাইবার কাস্টিংয়ের একটি মুরল তৈরি করেছেন তাঁরা। ওই মুরালে স্বাভাবিকভাবেই রয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আর রয়েছে তাঁর বন্দেমাতরম। বঙ্কিমচন্দ্র ভবনটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভা। এই কাজের উদ্যোক্তা ছিলেন হুগলি–চুঁচুড়া আর্ট ফোরাম। এখানে রয়েছেন মহাত্মা গান্ধী ডান্ডি অভিযানের লম্বা লাঠি হাতে হাঁটছেন। রয়েছেন মাতঙ্গিনী হাজরা সহ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মিছিলের। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দিল্লির লালকেল্লার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই লালকেল্লাকেও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে। প্রতিটি চিত্রকে মাটি দিয়ে গঠন করার পর প্লাস্টার অব প্যারিস ও তারপর ফাইবার কাস্টিং করে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হয়েছে। ঘরের দেওয়ালে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী রাজলক্ষ্মীদেবীর তৈলচিত্র রয়েছে। এই ঘর ও পাশের ঘরটিতে আছে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী। তাঁর সাহিত্য পরিচয়, বংশ তালিকা

সহ আরো কিছুতথ্য। বর্তমানে মুরালটির জন্য বঙ্কিমভবনের আকর্ষণ সাধারণ মানুষের কাছে অনেকগুণ বেড়েছে।

গঙ্গার ওপারে নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় পৈত্রিক বাড়ি থাকলেও চুঁচুড়ার এই বাড়িটিতে ১৮৭৭ সাল থেকে পাঁচ বছর সপরিবারে বসবাস করেছিলেন সাহিত্য সম্রাট। এই বাড়িতে বসেই বন্দেমাতরম সঙ্গীত রচনার পর সেটি ১৮৮১ সালে প্রথম পরিবেশিত হয়েছিল চুঁচুড়া শহরের একটি সভায়। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে উপস্থিত ছিলেন। এই বন্দেমাতরম এরপর স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। বর্তমান যুগেও প্রাসঙ্গিক এই গান। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর রচিত বন্দেমাতরমের ইতিহাস জড়িত থাকায় বহু মানুষ এই বাড়িটি দেখতে আসেন। রক্ষণাবেক্ষণ হওয়ায় ১০০ বছরের বেশি পুরোনো বাড়িটি ভালো অবস্থাতেই আছে। কিন্তু এখানে সংগ্রহশালাটি আরও একটু ভালো করে গড়ে তুললে বাড়িটির আকর্ষণ বাড়বে।

সাঙ্গলিকী

বঙ্কিমচন্দ্র–রবীন্দ্রনাথ–নজরুল স্মরণ

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হাওড়া আন্দুল মৌড়ী মহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী আয়োজিত বঙ্কিমচন্দ্র–রবীন্দ্রনাথ–নজরুল স্মরণে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে মৌমিতা চ্যাটার্জী। স্বাগত ভাষণ দেন সভাপতি দিলীপ দেয়ালটি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ,নজরুল সম্পর্কে আলোচনা করেন পরিচালন কমিটির সদস্য ডাঃ মোহনলাল মণ্ডল। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ছিলেন কমিটির সদস্য আশিস চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পলি চ্যাটার্জী, ধৃতি হাজরা, শ্রেষ্ঠা চিত্রকর। কবিতা পাঠে শ্রীজিৎ কুণ্ডু চৌধুরী, ও অদ্যয় শ্রীবাণী। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সঞ্চালনা করে রবীন্দ্র নাথ গাঙ্গুলি।১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে মহিয়াড়ী বঙ্গ বিদ্যালয়ের একটি কুঠিরে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাতে কুণ্ডু চৌধুরীদের ১৩ খানি পারিবারিক শাস্ত্র গ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভগবৎ প্রভৃতি দান করায় তার আরও সমৃদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে প্রশস্ত গ্রামের চতুস্পাঠীর পণ্ডিত গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্যের বংশধররা তাঁর অনেক হস্তলিখিত পুঁথি এখানে দান করেন। ফলে পাঠাগারে অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, হস্তলিপি, গ্রন্থ, পুস্তক, জমা পড়তে থাকে। বর্তমানে বহু পুস্তক, দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ছাড়াও বহু পত্র পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও ভারতবর্ষের বহু মণীষীর এখানে এসেছিলেন তাদের হস্তলিখিত প্রশংসাপত্র আজও এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। এদিন ১৩৪ বছরের এই গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠানে সকলকে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

সাহচর্য চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সাংস্কৃতিক মিলন সন্ধ্যা

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে গঠিত 'সাহচর্য' সংস্থাটি গত ১৪ জুন থেকে 'সাহচর্য চ্যারিটেবল ট্রাস্ট' হিসাবে পথ চলা শুরু। সেই উপলক্ষ্যে গত ১৬ জুন সারাঙ্গাবাদে সদস্যদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক মিলন সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে প্রবীণ সদস্য সহ নবীনরা সঙ্গীত–নৃত্য–কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। গত ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ বজবজ সুভাষ উদ্যানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, ১৭ মার্চ, ২০২৪ চড়িয়াল জয়চন্ডীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চক্ষুপরীক্ষা শিবির, বিনা ব্যয়ে ছানি অপারেশন ও চশমার ব্যবস্থা করা হয়। ২৯ মে ২০২৪ বজবজ বিধানসভার পূজালীর অন্তর্গত একটি ইটখোলায় প্রায় ২০০ জন শিশু ও তাদের মা–বাবাদের হাতে কিছু খাবার ও পোশাক দেওয়া ইত্যাদি কর্মসূচি গৃহীত হয়। ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস ঘোষ বলেন, প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে এটি নবীন–প্রবীণদের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি সামাজিক–সংস্কৃতিক সংগঠন। অসহায় প্রবীণ নাগরিকদের পাশে সংগঠন সবরকম সাহায্য নিয়ে প্রস্তুত। তিনি বলেন, আমাদের এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে আরো বেশি মানুষের সাহচর্য–প্রয়োজন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতে আহ্বান জানান।

পাটুলীর শতাব্দী প্রাচীন অম্বুবাচী পুজোয় জনতার ঢল

দেবাশিস রায় : শতাব্দী প্রাচীন অম্বুবাচী পুজো উপলক্ষ্যে রবিবার জনতার ঢল নেমেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার পাটুলীতে। জেলার সীমান্তবর্তী পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের পীলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত পাটুলীতে শতাধিক বছর আগে শুরু হয়েছিল এই মেলা। ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী এই অঞ্চলটি মূলত কৃষিপ্রধান এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সহাবস্থান রয়েছে। এলাকার মধ্য দিয়েই চলে গেছে পূর্ব রেলওয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাওড়া–কাটোয়া রেলপথ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই রেলপথে পাটুলী স্টেশনের কাছেই শতাধিক বছর আগে একটি বিশালাকার বটগাছকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল দেবীর থান। কালক্রমে সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। সেই মন্দির সহ বটগাছটিকে ঘিরে প্রতিবছর জমজমাট পুজোর আয়োজন করা হয়। এবছরও যার অন্যথা হয়নি। পীলা, বহড়া, পাটুলী, নারায়ণপুর, শ্রীরামপুর, নতুনগ্রাম, দামপাল, খরদত্তপাড়া, হাঁপানিয়া, জামালপুর, কাঁকনাইল, নওমাথা প্রভৃতি এলাকার শত শত পূণ্যার্থী এবারেও অম্বুবাচী তিথিতে এখানকার উৎসবে শামিল হয়েছিল। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী বটগাছে কাপড় জড়িয়ে এবং দেবীর থানে বিশেষভাবে রাখা মইয়ের ওপর নানা উপাচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখে পুজোপাঠে শামিল হন পূণ্যার্থীরা। এই পুজো উপলক্ষ্যে একটি মেলাও বসেছিল।

কবি যতীন্দ্রনাথের জন্মদিন উদযাপন কালনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান: ২৬ জুন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় মহা সমারোহে উদযাপিত হল কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ১৩৮ তম জন্মদিন। এদিন সকালে কালনার পাতিলপাড়ায় কবির মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি সিঙ্গেরকোণে ঐক্যতান মঞ্চে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ সহ দূর–দূরান্ত থেকে আগত অসংখ্য কবি, লেখক এবং

সাহিত্য অনুরাগী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাতিলপাড়ায় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মামাবাড়ি। এখানেই ১৮৮৭ সালের ২৬ জুন তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত এবং মা মোহিত সুন্দরী দেবী। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পেশায় ছিলেন একজন রেলকর্মী। এছাড়াও তিনি স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দেশলাই, তাঁত প্রভৃতি শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর জন্মভিটায় একটি গবেষণা কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্র সমসাময়িক এই কবি বিপ্রতীপ ছদ্মনামেও লিখতেন। তাঁর কবিতায় প্রায়শঃই গ্রামবাংলার মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক দুঃখ–কষ্ট–যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠত। ১৯২৩ সালে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ মরিচীকা প্রকাশিত হয়। এলাকার বর্ষীয়ান কবি মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অনুরাগী দীপঙ্কর চক্রবর্তী, কবির নামাঙ্কিত গবেষণাগারের সভাপতি প্রণব রায় প্রমুখ জানিয়েছেন, প্রতিবছর কালনায় প্রিয় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্মদিন উদযাপনে শামিল হন বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য কবি, লেখক সহ সাহিত্য অনুরাগী।

৩৭ পাউন্ডের কেক মিষ্টিতে মেসির জন্মদিন পালন হল ইছাপুরে

মলয় সুর, হুগলি : ইছাপুর নবাবগঞ্জে সোমবার সকালে আর্জেন্টিনার মহাতারকা লিওনেল মেসির ৩৭ তম জন্মদিন পালিত হল। সামনের টেবিলে রাখা বিশাল আকার ৩৭ পাউন্ডের কেক। তাতে মেসির নানা ভঙ্গিমার ছবি। সেই সঙ্গে ৩৭ রকমের বিভিন্ন মিষ্টি। এরকম আবহে "হ্যাপি বার্থডে টু ইউ" গানটি করল কচিকাঁচারা, সামনে রয়েছে ফাইবারের তৈরি মেসির ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি মূর্তি। যেন জীবন্ত মেসি খেলোয়াড়দের ড্রেস পড়ে রয়েছে।

এই অনুষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বছর ৫৫ এর শিবশঙ্কর পাত্র। তিনি মেসির অন্ধভক্ত। নিজের বাড়িটা নীল সাদা করিয়েছেন। ইচ্ছাপুর নবাবগঞ্জের আর্জেন্টিনার চায়ের দোকান বললে এক কথায় সকলে চিনিয়ে দেবেন। পাশাপাশি ২০০৫ সালে আর্জেন্টিনা ফ্যানস ক্লাবের সদস্যরা যুক্ত হয়। শিবশঙ্করের ডাকনাম শিবেন বলেই এলাকায় পরিচিত। তার বাড়িতে ঢুকলে মনে হবে এ যেন আস্ত একখানা

মেসির মিউজিয়াম। ঘরের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে নীল সাদা রং এবং মেসি। রান্না ঘর থেকে শুরু করে আসবাবপত্র সবেতেই মেসির ছোঁয়া। প্রত্যেকটা ঘরের রং নীল সাদা। যেদিকে চোখ যাবে মেসির ছবি। শিবেনের বাড়ির নিচেই তার চায়ের দোকান। ২০১২ সাল থেকে এই মেসির জন্মদিন পালন করছেন শিবেন ও তাঁর পরিবার। তার স্ত্রী স্বপ্নাও অদ্ভুতভাবে এই কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। মেয়ে নেহা ও ছেলে শুভ মেসি বলতে অজ্ঞান। তাই সকলেই মেসির একটা খেলাও মিস করেন না। করোনা পরিস্থিতির মাঝেও মেসির জন্মদিন পালন স্থগিত রাখার কথা ভাবেননি শিবেন। তাই তিনি সারা বছর এই দিনটার জন্য অপেক্ষায় থাকেন। এইবারে রক্তদান শিবির করতে না পারলেও ২৫ জন দুঃস্থ মানুষকে জামাকাপড় দেওয়া হয়। এছাড়াও এই বিশেষ দিনটায় এক হাজার বাচ্চা ও বয়স্কদের জন্য কেক, মিষ্টি, ও খাবারের প্যাকেটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

চিকিৎসকদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ জুন (২৪) সকালে সিঁথি কাটগোলা মাঠ দূর্গামণ্ডপে (৪৮/১/১, সাউথ সিঁথি রোড) 'ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোশিয়েশনের' উদ্যোগে পঞ্চম বার্ষিক স্বেচ্ছায় 'রক্তদান শিবির' বিশিষ্ট জনসেবক এবং সংস্থার সম্পাদক ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী সুষ্ঠ পরিচালনায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। মোট ৬০ জন ব্যক্তি রক্তদান করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌরমাতা ডা. কাকলি সেন, ডা. শান্তনু সেন, ডা. অঞ্জন মুখার্জী, ডা. বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, ডা. রবীন্দ্রনাথ মান্না, ডা. অমিতাভ বিশ্বাস, ডা. অনির্বান বসু, ডা. দেবব্রত পুরকাইত, ডা. কল্যাণ ব্যানার্জী, ডা. কাঞ্চন চ্যাটার্জী, ডা. অমিত ঘোষ , ডা. প্রবীর চক্রবর্তী, ডা. সমর মুর্খাজী, ডা. সুবীর সেন, ডা. শোভিক ব্যানার্জী, ডা. এ.এল. ভৌমিক প্রমুখ। সহযোগীতা করেন কাশ্মীরি ব্যানার্জী, অভিজিৎ বসু, কুমকুম ঘোষ, টুবলু দত্ত, রবি বেরা ও কাঠগোলা ক্লাবের সভাবৃন্দ।

স্মরণসভা ও ভক্তগীতি সম্মেলন

হীরালাল চন্দ্র: গত ৩ জুন থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত সন্ধ্যায় ১৫১, বিবেকানন্দ রোডে ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' উদ্যোগে সম্পাদক অরূপ বৈদ্যের সুষ্ঠ পরিচালনায় ভাস্কর রায়চৌধুরীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সুভাষ মিত্রের সঞ্চালনায় ও রঞ্জন রায়ের আহ্বানে স্মারক বক্তৃতা ও ভক্তিগীতি সম্মেলন সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, জগন্মাতা সারদা দেবী। বিশ্ব পরিব্রাজক বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্ব দরদী সেবিকা ভোগিনী নিবেদিতা তাঁর ঐতিহাসিক মহান জীবনী ও জগন্নাথ মহাপ্রভুর 'স্নানযাত্রা' সম্বন্ধে স্বারশত ভাষণ দেন অচিন্ত্য মুখার্জী, ডা. তপন চক্রবর্তী, পঙ্কজ ব্যানার্জী, রাজেশ বসু, তিলক ভট্টাচার্য, স্বামী সেবাব্রতানন্দ, প্রবাজিকা আপ্তকামপ্রাণা মাতাজী প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দেবারতি সেন, অয়ন্তিকা সেন, ডা. শঙ্কর ঘোষ, সুদীপ পাল, সুস্মিতা চ্যাটার্জী, প্রদ্যোৎ ব্যানার্জী, চন্দ্রমোহন দাস, অপর্ণা ঘোষ, সুমিত রায় প্রমুখ। তবলা বাজান অরবিন্দ সেন। শেষে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্মারক বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বর্গীয় অনুকূল লাহা, স্বর্গীয় সুষমাবালা লাহা, স্বর্গীয় তারক চ্যাটার্জী, স্বর্গীয় উমারানী চ্যাটার্জী, স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। অনুষ্ঠানে অগণিত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তি পেল রহস্যে ঘেরা ছবি 'নার্ভ'

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রেক্ষাগৃহে চলছে সায়ন বসু পরিচালিত অদেশ আগরওয়াল প্রযোজিত রাধে কৃষ্ণ ফিল্মসের 'নার্ভ' ছবিটি। দক্ষিণ কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে ২১ জুন তারকাদের উপস্থিতিতে হয়ে গেল প্রিমিয়ার।

দুই বোনের এক মধুর সম্পর্ক যারা মা বাবাকে হারায় এক পথ দুর্ঘটনায়। এরপর বড় দিদির উপর এসে বর্তায় প্রতিবন্দি ছোটো বোনের সমস্ত দায়িত্ব। বাগানে দিদির হাতে খুন হয় বোনের প্রেমিক। খুনের কারণ এবং পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে আসে দিদির মানসিক বিরল এক রোগের ইতিহাস কিন্তু কি সেই রোগ তা জানতে হলে দেখতে হবে রহস্যে ভরা ছবি নার্ভ।

নবাগত নায়ক নায়িকাদের সাবলিল অভিনয় আরো ঘষামাজার প্রয়োজন। তবে নতুনত্বে ভরা এই গল্পের পরতে পরতে ভাবনায় ভরা সত্যি গল্পটি ছিল অনবদ্য। অভিনয় করেছেন রূপসা মুখোপাধ্যায়, অনন্যা গুহ, অ্যাকশয় অরুণ সহ অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা।

পানিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সংঘের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা

অসীম কুমার মিত্র, হাওড়া : ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ভাবাদর্শকে পাথেয় করে সুদীর্ঘ তিন দশক ধরে হাওড়ার বাগনানের পানিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সংঘ জনসেবামূলক কাজে নিয়োজিত আছে। অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সামতাবেড়ের বাসভবনের অনতি দূরে সংঘের কার্যালয় অবস্থিত। সারা বছরব্যাপী অবৈতনিক শিক্ষা কেন্দ্র, রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, রোগ সচেতনতামূলক ক্যাম্প, বনসৃজন কর্মসূচী, দরিদ্র মানুষের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ,বন্যাত্রাণ ইত্যাদি কাজের পাশাপাশি পানিত্রাস উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সারা বছর সংঘের বিবেকানন্দ স্পোর্টস একাডেমির দ্বারা পরিচালিত ফুটবল কোচিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই কিনে দেওয়ার পাশাপাশি খেলাধুলার সরঞ্জামাদিও কিনে দেয় এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি ।এছাড়াও সারা বছরব্যাপী মনীষীদের জন্মজয়ন্তী পালনের পাশাপাশি ঠাকুর,মা ,স্বামীজীর জন্মতিথি পালন এবং স্বামীজীর জন্মদিন যুব দিবস রূপে পালিত হয়ে আসছে এদেরই উদ্যোগে। এই সমস্ত কার্যক্রমেরই অঙ্গ হিসেবে পানিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সংঘ গত ২৩ জুন ২০২৪ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চৈতন্যপুর বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম নেত্র নিরাময় নিকেতনের সহযোগিতায় বিনামূল্যে চক্ষু ছানি পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছিল ২৫০ রুগী এই ক্যাম্পে তাদের চোখ পরীক্ষা করান এবং তার মধ্যে প্রায় ১০০ জনের ছানি সনাক্তকরণ করা হয়েছে । তাদের অতি শীঘ্র সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অপারেশন করানো হবে এবং ওইসব রুগীদের যাতায়াত এবং হাসপাতালে থাকা–খাওয়ার জন্য কোন ব্যয় বহন করতে হবে না বলে জানালেন সেবা সংঘের কর্ণধার, শিক্ষক সুমন মুখার্জী।

আঁশ কাঁচে

অবসর ওয়ার্নারের

থামল পথচলা। সুপার এইটে অস্ট্রেলিয়ার বিদায়। সেইসঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকেও গুডবাই জানিয়ে দিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। অনেকটা নীরবেই শেষ হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ায় ১৫ বছরের ওয়ার্নার অধ্যায়। কেরিয়ারের শেষ ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে আউট হয়ে মাঠ ছাড়ার সময়ও ওয়ার্নার জানতেন না এটাই তার শেষ ম্যাচ হতে চলেছে। তাই গার্ড অফ অনারও কেউ দেয়নি। পাননি দর্শকদের স্ট্যান্ডিং অভিয়েশনও। বাংলাদেশ হারতেই স্বপ্ন শেষ হয় অস্ট্রেলিয়ার। সেইসঙ্গে ওয়ার্নারের কেরিয়ারেরও।

ব্রাজিলের ড্র

দাপট থাকলেও জয় দিয়ে শুরুটা হল না ব্রাজিলের। নেইমার গ্যালারিতে বসে দেখলেন কীভাবে গোল করতে ব্যর্থ হলেন ভিনিসিয়ুস, রদ্রিগো, রাফিনহারা। কোপা আমেরিকায় প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে কোস্টারিকার বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র। অথচ পুরো ম্যাচের ৭৩.৫ ভাগ বল দখলে ছিল ব্রাজিলের। কোস্টারিকার দখলে ছিল মাত্র ২৬.৫ ভাগ। এত বেশিরভাগ সময় বল দখলে রাখতে পারলেও কোস্টারিকার জমাট ডিফেন্স ভাঙতে পারেনি ব্রাজিল। ফলে ড্র করেই মাঠ ছাড়তে হয় সেলেকাওদের।

রোনাল্ডোর রেকর্ড

৩৯ বছর ১৩৮ দিন। এইবয়সেও দেশের জার্সিতে রেকর্ড গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তুরস্কের বিরুদ্ধে গোল পেলেন না ঠিকই, কিন্তু গোল করালেন। তাতেই ইউরোর রেকর্ড বুকে আরও একবার উঠে গেল সিআর সেভেনের নাম। ইউরোতে সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার এখন রোনাল্ডো, যিনি গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। ৩-০ গোলে জয়ের পথে পর্তুগালের হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অ্যাসিস্ট থেকে জালের দেখা পান ব্রুনো ফের্নান্ডেজ। এই গোলে সাহায্য করে ইউরোর ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৮ অ্যাসিস্টের রেকর্ড স্পর্শ করলেন রোনাল্ডো। এতদিন রেকর্ডটা ছিল চেক প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন উইঙ্গার কারেল পোবোর্স্কির।

ক্যাপ্টেন শুভমন

বিশ্বকাপে ব্রাত্য থাকলেও, জিম্বাবোয়ে সফরে ক্ষতে প্রলেপ লাগল শুভমন গিলের। তার নেতৃত্বেই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে খেলবে টিম ইন্ডিয়া। আসন্ন জিম্বাবোয়ে সিরিজের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে বোর্ড। ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে অধিনায়ক করা হয়েছে শুভমন গিলকে। এই সিরিজে মূলত তরুণদেরই সুযোগ দেওয়া হয়েছে। জিম্বাবোয়ে সফরের দলে আছেন বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ না পাওয়া যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসন, রিঙ্কু সিং এবং খলিল আহমেদ। এছাড়াও দলে রয়েছেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, ধ্রুব জুরেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, আবেশ খান ও বাংলার ক্রিকেটার মুকেশ কুমার। ভারতের জার্সিতে অভিষেক হতে চলেছে অভিষেক শর্মা, রিয়ান পরাগের।

প্রয়াত পেলের মা

ফুটবলের রাজা পেলে। বছর দেড়েক আগেই মাঠ-মায়া ত্যাগ করে করে প্রয়াত হয়েছেন তিনি।৮২ বছর বয়সে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াইয়ে হার মানেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি। তাঁর মা জানতেন না ছেলের মৃত্যুর খবর। শেষ কয়েক বছর বিছানায় শয্যাশায়ী অবস্থাতেই কাটাচ্ছিলেন তাঁর মা। হাঁটাচলার ক্ষমতাও ছিল না। এতদিনে তিনি (সেলেস্তে আরান্তেস দো নাসিমেন্তো) পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন। বয়স হয়েছিল ১০১ বছর। বছর দেড়েক আগে ২০২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর যখন পেলের মৃত্যু সংবাদে গোটা বিশ্ব শোকস্তব্ধ, সে সময়ও তার মাকে কিছুই জানানো হয়নি এমনটাই জানিয়েছিলেন পেলের বোন।

ট্রফি জিতে এবার আক্ষেপ ঘোচাতে চায় টিম ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃষ্টি এলেও, গায়ানায় ম্যাচ ধুয়ে দিতে পারেনি। বরং টিম ইন্ডিয়াই ব্যাটে-বলে ধুয়ে দিল ব্রিটিশদের। ১০ বছর পর টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত। সেইসঙ্গে ২০২২ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের কাছে হারের জ্বালাও জুড়োলো ক্রিকেটপ্রেমীদের। ভারত ৭ উইকেট হারিয়ে তোলে ১৭১ রান। তাতে ইংল্যান্ড ১৬.৪ ওভারে থামল ১০৩ রানে। ৬৮ রানের বিশাল জয়েই কাপের আরও কাছে চলে গেল রোহিত ব্রিগেড। বাধা শুধু প্রোটিয়ারা। এই বিশ্বকাপে সাত ম্যাচ জিতে অপরাজেয় হয়েই খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া। অপরাজেয় রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাও। বৃষ্টিভেজা মাঠে টসে জিতে বাটলার ব্যাট করতে পাঠায় ভারতকে। বিরাট (৯) ফেল করলেও রোহিত এদিনও হাফসেঞ্চুরি করেন। ৩৯ বলে ৫৭ রানের ইনিংস উপহার দেন। তাতে ৬ চার ও ২ ছয়। আন্তর্জাতিক ম্যাচে ক্যাপ্টেন হিসেবে ছুঁয়ে ফেলেন ৫০০০ রানের মাইলস্টোন। সূর্যকুমার ৩৬ বলে ৪৭ করে আউট হন। হার্দিক ২৩, জাদেজা ৯ বলে ১৭ করে অপরাজিত থাকেন। জবাবে বুমরাহ-অক্ষর-কুলদীপ দাঁড়াতেই দেননি ইংল্যান্ড ব্যাটারদের। ঘূর্ণি বলেই বাজিমাত। ২৬ রানে প্রথম উইকেটের পতন। এরপর ১০৩ রানেই খেলখতম ইংল্যান্ডের। সর্বোচ্চ রান হ্যারি ব্রুকের ২৫।

অক্ষর ও কুলদীপ দু'জনেই তিনটি করে উইকেট পান। বুমরাহ দুটো আর রানআউট দুটো। ২০১৩ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর আইসিসি ইভেন্টগুলোতে ভারতের গল্প শুধুই হতাশার। সংস্করণ বদলায়, ভেন্যু বদলায়, তবু নকআউট রাউন্ডে ভারতের হোঁচট খাওয়ার গল্প চিরপরিচিত। বার্বাডোজে ট্রফির লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা। গত ১১ বছরে ৯ বার যে ভারত নকআউট রাউন্ডে বিদায় নিতে হয়েছে। এবার সেটা হবে না বলে মনে করেন রোহিত। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারতীয় অধিনায়ক বলেন, 'সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করব আমরা। দল ভালো অবস্থায় আছে। যে ফাইনাল আসছে, আশা করি দারুণ কিছু করে দেখাতে পারব।' শিরোপার আক্ষেপ ঘুচবে এবারই। অ্যাডিলেডে ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতকে ১০ উইকেটে হারিয়েছিল ইংল্যান্ড। দেড় বছর পর 'প্রতিশোধের' ম্যাচটা ভারত জিতেছে দারুণভাবে। ভারতের ৮ ম্যাচ খেলার কথা থাকলেও একটা ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেছে। বাকি ৭ ম্যাচের ৭ টিতেই জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। রোহিতের মতে দল হিসেবে খেলাটাই ভারতের এবারের বিশ্বকাপে সাফল্যের মূলমন্ত্র। ভারতীয় অধিনায়ক বলেন, 'জিতে খুবই সন্তুষ্ট। দল হিসেবে দারুণ খেলেছি এবং চেষ্টাটাও দারুণ ছিল। চ্যালেঞ্জিং কন্ডিশনে আমরা দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছি। এটাই এখন পর্যন্ত আমাদের সফলতার গল্প। যদি বোলার-ব্যাটাররা মানিয়ে নিতে পারে, সবকিছু ভালো হয়।' অন্যদিকে, আফগানিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রথমবারের জন্য ফাইনালে উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

দীঘায় আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

দেবাশিস রায় : আই এস কে এফ ওপেন ইন্টারন্যাশনাল সতোকান ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ অনুষ্ঠিত হল পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘায়। সমুদ্র উপকূলে দীঘার একটি হোটেল প্রাঙ্গণে তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় এদেশের পাশাপাশি নেপাল, ভূটান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ থেকে আগত দুই শতাধিক প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিল। আই এস কে এফ ইন্ডিয়া আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ২১ জুন। দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিরা তিনদিন ধরে আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্টে (কাতা, কুমিতে ও দলগত) নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সকলের নজর কেড়ে নেয়। অন্যান্যদের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার ১১ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন ইভেন্টের মধ্যে তারা মোট ২৯ টি পদক জয়লাভ করে। আয়োজক সংস্থার এরাজ্যের অন্যতম কোচ পরিতোষ সিকদার জানিয়েছেন, এই আন্তর্জাতিক মানের ক্যারাটে প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পদিমা ১ পঞ্চায়েত প্রধান অশোক চন্দ । দেশ বিদেশ থেকে আগত খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা গিয়েছিল বেশ উন্মাদনা।

প্রো টি২০তে জয়ী কলকাতার মেয়েরা লড়ছে মালদা-মুর্শিদাবাদের ছেলেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। তাতেই উদ্বোধনী মহিলা বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে চ্যাম্পিয়ন হল লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স। ফাইনাল তারা মুর্শিদাবাদ কুইন্সকে ৫ রানে হারিয়েছে। অধিনায়ক মিতা পাল (২৪, ২-১৭) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সাথে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্সের হয়ে ইন্সিতা মণ্ডল (৩৭ অপরাজিত), আরিকথা মান্না (২-১৪), মমতা কিস্কু (২-১০) অবদান রাখেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে। ম্যাচ সেরার পুরস্কার পান মিতা। প্রথমে ব্যাট করে লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১১০ রান তোলে। মুর্শিদাবাদ কুইন্সের হয়ে প্রিয়াঙ্কা সরকার ১৮ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে সন্দীপ্তা পাত্রের ৪৫ সত্ত্বেও,

মুর্শিদাবাদ কুইন্স ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১০৫ রান তুলতে পারে। তাতেই ৫ রানের জন্য হাতছাড়া হয় ট্রফি।

ছাপতে যাওয়ার আগে সন্ধে ৭টা থেকে শুরু হয়েছে। টসে জিতে মুর্শিদাবাদ ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করছে মালদা। ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে করেছে ১১৬ রান। বিরতির পর ব্যাট করবে মুর্শিদাবাদ।

কিডনি প্রতিস্থাপন করতে দ্রোনাচার্য কোচের পাশে মৌমারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি দ্রোণাচার্য পুরস্কার পেয়েছেন টেবিল টেনিস কোচ জয়ন্ত পুশিলাল। পদ্মশ্রী মৌমা দাস, অনিন্দিতা চক্রবর্তী, অনির্বাণ নন্দী, ধ্যানচাঁদ পুরস্কার পাওয়া অরূপ বসাকরা তার হাতে তৈরি। বিধাননগরে এক অনুষ্ঠানে তারা মৌমা দাসেরা সংবর্ধনা দিল তাঁদের গুরুকে। প্রত্যেকেই গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তবে জয়ন্ত এখন কিডনি সমস্যায় জর্জরিত। তার কিডনি প্রতিস্থাপন করতে হবে। সেই জন্য নিজের তার ছাত্র -ছাত্রীদের কাছে আবেদন করলেন কিডনি প্রতিস্থাপন করার। এদিন জয়ন্ত জানালেন, শারীরিক অবস্থা ভীষণ খারাপ।

সেই সঙ্গে আর্থিক ভাবেও খারাপ জায়গায় দাঁড়িয়ে। এমন কঠিন সময়ে চাইব, আমার ছাত্রছাত্রীরা যেন আমার পাশে দাঁড়ায়। তা হলে হয়তো...সপ্তাহে দু'বার আমার ডায়ালাইসিস করাতে হয়। মৌমা দাস বলেন, 'আমি বা আমরা যা কিছু হয়েছি সব স্যারের জন্য। স্যারের পাশে সবসময় থাকব আমরা। কথা দিচ্ছি উনার কিডনি প্রতিস্থাপন করার ব্যবস্থা আমরা করব। এছাড়া মৌমা বলেন, 'আমি প্রথমে বল তুলতাম। স্যার কেরালা থেকে এসে আমাকে দেখে বুঝল আমি পারব। ফিজিক্যাল ফিটনেস আমার কখনও ভালো ছিল না স্যারের জন্যই আমার ফিটনেস বেড়েছে। এখনও স্যার ম্যাচে পাশে থাকলে আমি আরও চ্যাম্পিয়নশিপ জিতব। উনি পাশে থাকলে আমি আলাদা শক্তি পাই।'

জমকালো উদ্বোধনে শুরু এবারের কলকাতা লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিনোদনের সঙ্গে মিশে গেল কলকাতার ঐতিহ্যবাহী লিগ ফুটবল। কলকাতা ময়দানে যা বেনজির। আইপিএলের আদলে শুরু হয়েছিল আইএসএল। শুরুর কয়েকবছর জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু সবই এখন অতীত। এবার ফাইনালও ছিল ম্যাড়ম্যাড়ে। কিন্তু দেশের একনম্বর লিগকে টেক্কা দিল আইএফএ আয়োজিত কলকাতা লিগ। অন্তত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। প্রথমে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনার পালা চলে। তারপর শুরু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যার শুরুতেই ছোটদের নাচ। পারফর্ম করে বিট ব্রেকার্স। একের পর এক হিট বলিউড গানের সঙ্গে নাচ। তবে আসল আকর্ষণ ছিলেন জিৎ গাঙ্গুলি। টলিউড এবং বলিউডের সুরকার এবং সঙ্গীতশিল্পী মঙ্গল সন্ধের শো স্টপার।মিনিট দশেক মঞ্চ মাতান তিনি। যার শুরুতেই ছিল গোলে মালে গোল। এই গান গাইতে গাইতেই মঞ্চে ওঠেন জিৎ গাঙ্গুলী। তারপর একের পর এক চলল সুন্দরী কমলা নাচে,

ভজো গৌরাঙ্গ, ১০০% লাভ। তারপর লেজার শো। তাতে উঠে এল উদ্বোধনী ম্যাচের দুই দলের নাম। এককথায় অনবদ্য। শেষে আতশবাজি প্রদর্শনী। সব মিলিয়ে ঘণ্টা খানেকের জাঁকজমক অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, আইএফএ সভাপতি অজিত ব্যানার্জি, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ আইএফএর বাকি কর্তারা। আইএফএর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তবে বাংলার ফুটবলের উন্নতিতে একটি আর্জিও পেশ করেন। বর্তমান নিয়ম অনুয়ায়ী চারজন ভূমিপুত্র এবং সাতজন ভিন রাজ্যের ফুটবলার খেলানোর নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে দলে এগারোজন ভূমিপুত্রকে দেখতে চান ক্রীড়ামন্ত্রী। অরূপ বিশ্বাস বলেন, কলকাতা লিগের উদ্বোধনে এত উন্মাদনা দেখে ভাল লাগছে। আমি প্রথমে ঢুকে আইএসএল ভেবেছিলাম। বাংলার ফুটবলকে বাঁচিয়ে রাখার সবরকম উদ্যোগ নিয়েছে আইএফএ। অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। বয়সভিত্তিক লিগ চালু করেছে। তবে বাংলার ফুটবলের উন্নতি করতে এগারোজন বাংলার ফুটবলারকে খেলাতে হবে। একসময় বাংলা ভারতীয় দলের আঁতুর ঘর ছিল। কিন্তু বর্তমানে শুভাশিস ছাড়া দলে কোনও বাঙালি নেই। কলকাতা লিগে ১১ জনের মধ্যে ৭ জন অন্য রাজ্যের। এইভাবে চললে বাংলার ফুটবলের উন্নতি হবে না। আমরা ১৩ বছরে মাত্র একবার সন্তোষ ট্রফি জিতেছি। তাই আমি চাইব, নিয়ম পরিবর্তন করে কলকাতা লিগে এগারো জন বাঙালি ফুটবলার খেলানো হোক। উল্লেখ্য, কলকাতা লিগের প্রথম ম্যাচে উয়াড়ী এফসিকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিল মহমেডান স্পোর্টিং।

মাঝমাঠের শক্তি বাড়াতে মোহনবাগানে আপুইয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুম্বই সিটি এফসি থেকে তরুণ সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার লালেংমাউইয়া রালতেকে (আপুইয়া) নিজেদের দলে নিয়ে চলে এল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ভারতীয় ফুটবলে যিনি পরিচিত আপুইয়া নামে, সেই ২৩ বছর বয়সী ভারতীয় দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ফুটবলার পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন গতবারের লিগশিল্ড জয়ী দলের সঙ্গে। অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে, কলকাতায় গত আইএসএল ফাইনালে মোহনবাগান এসজি-কে হারিয়েই কাপ জিতে নেয় মুম্বই সিটি এফসি এবং তাদের সেই জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল আপুইয়ার। ফাইনালে সেরা খেলোয়াড়ের খেতাবও অর্জন করেন তিনি। সেই আপুইয়াকেই এ বার নিজেদের শিবিরে নিয়ে চলে এল সবুজ-মেরুন বাহিনী। কয়েক দিন আগেই নয়া কোচের নাম ঘোষণা করেছে গতবারের লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়নরা। স্পেনের হোসে মলিনা এবার দলের দায়িত্ব নিতে

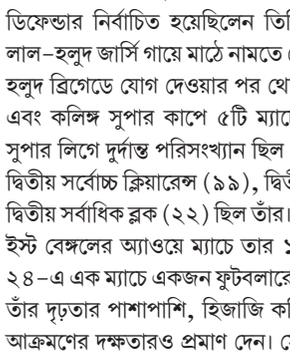

চলেছেন। এবার নতুন ফুটবলারদের নামও ঘোষণা করা শুরু হল তাদের। আপুইয়া দলে আসায় মোহনবাগানের মাঝমাঠ যে শক্তিশালী হবে, এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মোহনবাগানের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবে যোগ দিতে পেরে খুশি আপুইয়া বলেন, 'ভারতীয় ফুটবলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের একটা আলাদা জায়গা আছে। ক্লাবের ইতিহাসও আছে। সেই দলে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত ও রোমাঞ্চিতও। পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যই আমার সবুজ-মেরুন জার্সি বেছে নেওয়া। এই সুযোগ আমার ফুটবল জীবনের বড় প্রাপ্তি। মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছি। ক্লাবের আবেগপ্রবণ অসংখ্য সদস্য-সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই প্রতি ম্যাচে মাঠে নামব'। গত বছর মুম্বইয়ের হয়ে ২২টি ম্যাচ খেলে একটি গোল ও দুটি অ্যাসিস্ট করেন তিনি। ১৭টি গোলের সুযোগ তৈরি করেন। তাঁর পাসিং অ্যাকিউরেসি ছিল ৮৫ শতাংশ। মোট ৮৪৫টি নিখুঁত পাস করেন সারা লিগে। ক্লাব ফুটবলে ধারাবাহিক ভাবে দায়িত্ব নিয়ে মাঝমাঠ রক্ষায় তাঁর দক্ষতা দেখে ২০২১-এ আপুইয়াকে ভারতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ দেন প্রাক্তন ভারতীয় কোচ ইগর স্টিমাচ।

মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সুখের সংসারে কালবৈশাখীর ঝড়

আরিফুল ইসলাম: কলকাতা ফুটবলের তিন প্রধান 'মোহনবাগান -ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান - যে পরিচিত ও জনপ্রিয় সংজ্ঞা কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলে ছিল, তা থেকে অন্যতম প্রধান হিসাবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রায় আড়াই - তিন দশক প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। বিস্মৃতির অটল থেকে তারা গত তিন বছর ঘুরে দাঁড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লীগ পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলে আবার দাঁড়াতে শুরু করে। চলতি বছরে আই লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথমবার সরাসরি আইএসএলে খেলার ছাড়পত্রও পায়।

আইএসএল বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে বড়ো পেশাদার-প্রেস্টিজিয়াস-গ্ল্যামারাস প্রিমিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই টুর্নামেন্টে খেলার ছাড়পত্র পাওয়ার অর্থ রেড রোডের পাশের এই শতাব্দীর প্রাচীন ক্লাব আবার ভারতীয় ফুটবলের মূল ট্রাকে ফিরতে চলেছে। এহেন আইএসএলে খেলার ছাড়পত্র পাওয়ার বহুদিন পর সাদা কালো সদস্য, সমর্থক, ভক্তদের বাঁধ ভাঙা আবেগ, খুশি ও উচ্ছ্বাস সমাজ মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিলো। বহু বছর পর এই মহামেডানে গুমোট কেটে যখন বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ঠিক সেই সময়ে সুখের আকাশে কালবৈশাখীর ঝড় দেখা দিয়েছে। যা ডেকে আনলেন ক্লাবেরই খোদ বর্তমান সচিব ইফতিকার আহমেদ (রাজু)। রাজু পার্ক সার্কাস এলাকার বাসিন্দা এবং শাসক দলের ব্লক সভাপতি। ক্লাবের বর্তমান সভাপতি হলেন কলকাতা পৌরসংস্থা ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি ও বাজার দপ্তরের মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন(ববি)। ক্লাবের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মূল স্পনসর ব্যাঙ্কার হিলের কর্ণধার দীপক সিং। যার কাছে এই ক্লাবের শেয়ার ৬১ শতাংশ।

বর্তমানে কালো-সাদা শিবিরের এই সুখী ও খুশির সংসারে যে কারণে কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে। অতি সম্প্রতি কয়েকমাস পেছনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদল শিল্পপতি ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সহ বেশ কয়েকজন ক্রীড়া প্রশাসক বা ক্লাব কর্তাদের নিয়ে স্পেন গিয়েছিলেন। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গিয়েছিলেন মহামেডান সচিব ইসতিয়াক আহমেদ(রাজু)ও। এই নিয়ে মহামেডান ক্লাব তাঁবুতে গেলেই ইদানীং এই রাজুকে নিয়ে জোর চর্চা, ফিসফাস, কানাঘুষো আলোচনা চলছে। যে এই মহামেডান সচিব ইসতিয়াক নাকি দলের কাউকে না জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে পাঠানো স্পেন সফরের আমন্ত্রণ চিঠি 'হেরা ফিরি করেন।

ক্লাবের গুরুত্বপূর্ণ কর্তাদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে আমন্ত্রণ চিঠিতে নিজেই নিজের নাম সুপারিশ করে পাঠিয়ে দেন। যথারীতি মুখ্যমন্ত্রীর সফরকারি দলের সঙ্গে স্পেন সফর করে চলেও আসেন।

আই লীগ চলাকালীন ঘটনাটা কানাঘুষো চলছিল। আই লীগ জেতার আনন্দে বিষয়টা আবার অল্পস্বল্প ধামাচাপা পড়ে যায়। লোকসভা নির্বাচন চলে আসে সেজন্য বিষয়টির উপর সাময়িক বিরতি পড়ে। ইফতিকার রাজু বা ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন দু"জনেই শাসক দলের আঠারো-বিশ ফারাকের নেতা। সফরের বিষয়টি অন্ধকারে রাখার জন্য ক্ষুব্ধ মূল স্পনসর শেয়ারহোল্ডার দীপক সিংও। কিন্তু সচিব ইফতিকার রাজু মনে করেন বা তার সাফ বক্তব্য তিনি কিছু ভুল বা অন্যায় করেন নি। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ক্লাবকে আমন্ত্রণ চিঠি পাঠানো হয়েছে। সুতরাং ১৩৩ বছরের ঐতিহ্যশালী ক্লাবে শুরু হয়েছে এমন জটিল সমস্যা।

মহামেডান ক্লাব এইসব বিষয়ে আর যাই হোক, অন্য দুই প্রধান মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের মতো প্রশাসন ব্যবস্থায় এখনও অনেক অনেক পিছিয়ে। চার - পাঁচ বছর পেছনে হলে নিশ্চিত বল দেওয়া যেত, এই রাজু"র জন্য বরাদ্দ থাকতোই মহামেডান ক্লাবের ট্র্যাডিশন অনুযায়ী ঘাড় বা নিশ্চিত গলা ধাক্কা।

যেহেতু যুযুধান দুই পক্ষই শাসক দলের বল ইতিমধ্যে চলে গেছে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের কাছে। মহানাগরিকের থ্রু পাস নবান্নের টপ ফ্লোরে মুখ্যমন্ত্রীর কেবিনে। মুখ্যমন্ত্রী আবার ব্যস্ত বিধানসভার উপনির্বাচন নিয়ে। এখন দেখার বাকি দাবার বোর্ডে রাজা যেতে নাকি উজির? নাকি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে যুদ্ধ অমীমাংসিত রয়ে, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে নয়া ট্র্যাডিশন শুরু হবে।

ডিফেন্স শক্ত করতে হিজাজিকে রেখে দিল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : জর্ডনের ডিফেন্ডার হিজাজি মাহেরের চুক্তির মেয়াদ ২০২৫-২৬ মরসুমের পর্যন্ত বাড়িয়ে নিল ইস্টবেঙ্গল এফসি। গত মরসুমে অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন এই ২৬ বছর বয়সী জর্ডানিয়ান। ইস্টবেঙ্গলের কলিঙ্গ সুপার কাপ ২০২৪ অভিযানে সেরা ডিফেন্ডার নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। অর্থাৎ, আগামী মরশুমেও তাঁকে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে মাঠে নামতে দেখা যাবে। গত বছর সেপ্টেম্বরে লাল-হলুদ ব্রিগেডে যোগ দেওয়ার পর থেকে হিজাজি আইএসএলে ১৭টি ম্যাচে এবং কলিঙ্গ সুপার কাপে ৫টি ম্যাচে খেলেছেন। গত মরশুমের ইন্ডিয়ান সুপার লিগে দুর্দান্ত পরিসংখ্যান ছিল এই দীর্ঘদেহী বাঁ-পায়ের ডিফেন্ডারের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্লিয়ারেন্স (৯৯), দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হেড ক্লিয়ারেন্স (৫৮) এবং দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্লক (২২) ছিল তাঁর। এ ছাড়াও, মুম্বই সিটি এফসির বিপক্ষে ইস্ট বেঙ্গলের অ্যাওয়ে ম্যাচে তার ১৪টি ক্লিয়ারেন্স আইএসএল ২০২৩-২৪-এ এক ম্যাচে একজন ফুটবলারের সর্বাধিক ক্লিয়ারেন্সের রেকর্ড। রক্ষণে তাঁর দৃঢ়তার পাশাপাশি, হিজাজি কলিঙ্গ সুপার কাপে দুটি গোল করে তার আক্রমণের দক্ষতারও প্রমাণ দেন। সে জন্যই তাঁকে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতার ক্লাব। ইস্টবেঙ্গল এফসিতে তাঁর অভিযান চালিয়ে যেতে পেরে উচ্ছ্বসিত হিজাজি। বলেন, 'আমার হৃদয়ে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। আমি এই মহান ক্লাবের সঙ্গে অনেক বিশেষ মুহূর্ত কাটিয়েছি এবং অনুভব করতে পারি যে ভক্তরা আমাকে কতটা ভালবাসে। তারা আমাকে প্রতিটি ম্যাচে অনেক শক্তি দেয় এবং আমি সব সময় তাদের খুশি করার চেষ্টা করি। জর্ডনের বাইরে কলিঙ্গ সুপার কাপই আমার জেতা প্রথম ট্রফি। আমরা আগামী মরসুমে আরও বড় সাফল্য অর্জন করতে চাই।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com